



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 48 Issue • 19 February, 2022, Saturday • ৬ ফাল্গুন, ১৪২৮, শনিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

মানিক সাহা গদি ছাড়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ডা. মানিক সাহাকে গদি ছাড়ার জন্য চিঠি দিলেন এক মন্ত্রী সহ ১৫ জন। রাজা মন্ত্রিসভার মন্ত্রী রামপ্রসাদ দাস, রঞ্জন সিনহা, সুজিত কুমার ব্যানার্জি, প্রবীর কুমার নাগ, গৌরাদ পাল, অরুণ মজুমদার, তুলসী বণিক, নারায়ণ চন্দ্র শীল, প্রদ্যোত কুমার ধর, হীরালাল ভৌমিক, মনু সরকার এবং ননী গোপাল দেব স্বাক্ষর করেছেন। আর

শাসকদলের আদি এবং তাবড় নেতা রণজয় কুমার দেব, তাপস ভট্টাচার্য, স্বপন অধিকারী, মানিক দাস, রঞ্জন সিনহা, সুজিত কুমার ব্যানার্জি, প্রবীর কুমার নাগ, গৌরাদ পাল, অরুণ মজুমদার, তুলসী বণিক, নারায়ণ চন্দ্র শীল, প্রদ্যোত কুমার ধর, হীরালাল ভৌমিক, মনু সরকার এবং ননী গোপাল দেব স্বাক্ষর করেছেন। আর

বিধানসভা নির্বাচনের আগে, এটি রাজ্যের রাজনৈতিক আলোচনার অন্যতম 'হটকেক টপিক' এখন। কৌতুহল না বাড়িয়ে বলে ফেলা ভাল। রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডা. মানিক সাহাকে ১৫ জন আদি বিজেপি নেতা গত ৪৮ ঘণ্টা আগে দুই পাতার একটি চিঠি দিয়েছেন। প্রায় ১০টি স্তবকে লেখা ওই চিঠির মূল সারাংশ হলো, ১৫ জন নেতাই

১৫ জন বিজেপি নেতা মানিক সাহাকে লিখেছেন—

- গত ২৬ মাস আপনি রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ায় দল চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রতিটি মণ্ডলে।
- আমাদের জন্য এটা লজ্জার যে, পুলিশ বিজেপির অন্তর্কোন্দল থামানোর জন্য প্রকাশ্য ময়দানে নেমে আসে।
- ভারতে একমাত্র রাজ্য বোধহয় এটাই, যেখানে আপনার নেতৃত্বে শাসক দল তিন বছরের মাথায় এডিসি নির্বাচনে হার মেনেছে।
- আপনার জন্য আসন্ন নির্বাচনের ২০টি এসটি সিট এবং ১৭টি এসসি ও জেনারেল সিট-এও ভয়াবহ প্রভাব পড়বে।
- আপনি কোনওদিন মাটিতে নেমে রাজনীতি করেননি। দলের অফিস বেয়ারার হিসেবে দায়িত্ব পালনেরও কোনও অভিজ্ঞতা নেই আপনার। কোনওদিন কাউন্সিলার বা বিধায়ক পদেও নির্বাচিত হননি। কোনও এক অজানা কারণে আপনি সরাসরি সভাপতির দায়িত্ব পেয়ে গেছেন।
- গত ২৬ মাসে একই সঙ্গে দুটো প্রতিষ্ঠানকে আপনি সর্বনাশ করে ছেড়েছেন।
- বিজেপি আপনার কাছে মাতৃসমান। মায়ের দুধ পান করেছেন গত ২৬ মাস ধরে। অন্তত সেই অজুহাতে এবার পদ ছেড়ে দিন।

অফিস বেয়ারার সহ আদি নেতারা স্পষ্টত লিখেছেন যে, বর্তমান সময়ে রাজ্যের শাসক দল মানিকবাবুর নেতৃত্বের জন্য বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে আছে। ১৫ জন আদি নেতা স্বাক্ষর করে চিঠির শুরুতেই লিখেছেন— “আমরা বিজেপির রাজ্যস্তরীয় বরিস্ত নেতারা গত প্রায় ৩০ বছর সময় এই দলের সঙ্গে কাটিয়েছি। দুঃখের সঙ্গে

১৫ জন আদি বিজেপি নেতা নিজেদের দলের সভাপতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সম্প্রতি সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস সাহা যে দল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, তা উনার ব্যর্থতার কারণেই। চিঠিতে নেতারা সবাই মিলে স্বাক্ষর করে সভাপতি মানিকবাবুকে এও লিখেছেন— ‘২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত দল ভালো চলছিল, ২০১৮

করার জন্য গত ২৬ মাসে যেতে পারেননি। কোথায় কি ভুল হচ্ছে এবং কিভাবে সমাধান সম্ভব, তা খুঁজে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি।’ চিঠিটি এই পর্যন্ত লিখলেও রাজ্য সভাপতির জন্য যথেষ্ট অপমানের হতো। কিন্তু এখানেই রেশ টানলেন না দলের তিনদশকের আদি নেতারা। মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল সহ বাকি ১৪ জন



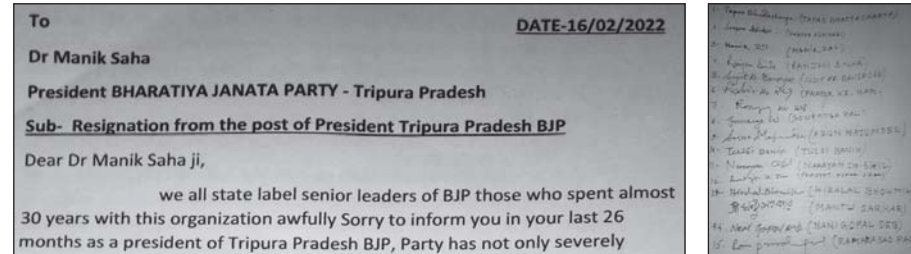
বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী সহ একাধিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। চিঠিটিতে শাসকদলের রাজ্য সভাপতিকে নিজের পদ ছেড়ে সরে দাঁড়ানোর কথা লেখা হয়েছে। গত ২৬ মাস ধরে মানিকবাবু ঐনৈতিকভাবে নিজের পদ আঁকড়ে আছেন এবং দলকে ভরাডুবিতে নিয়ে পরিণত করেছেন— এইসব কারণ দর্শিয়ে চিঠিটিতে রামপ্রসাদবাবু ছাড়াও



তাতে করেই রাজ্য বিজেপিতে এবার সাইক্লোন। অনেকে বলছেন, শুধু সাইক্লোন বললে কম করে বলা হবে, একে সুপার সাইক্লোন বলতে হবে। আর এই ভয়াবহ বিষয়টির আঁচ গিয়ে পড়েছে একেবারে দিল্লির রেলওয়ে কলোনি এলাকায় অবস্থিত ৬-এ, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গ-এ। অর্থাৎ বিজেপির সদর কার্যালয়। কি হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যাবে না। তবে আসন্ন



মানিকবাবুর ইস্তফা চেয়েছেন। দলের ‘প্রোটোকল’ মেনে আদি নেতারা খোদ মানিকবাবুকেই চিঠি দিয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতির ইস্তফা দাবি করেছেন। মানিকবাবুর জন্য বিষয়টি অপমানের এবং লজ্জার শেষ সীমানাকে ছুঁয়েছে। এখানেই শেষ নয়। যে ১৫ জন এই চিঠিটি স্বাক্ষর করেছেন, তার শেষ নাম রাজ্যের দমকল মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল-এর। দু’পাতার চিঠির প্রতিটি লাইনে রাজ্য বিজেপির এক সময়ের



বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহাকে মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল ও ১৪ জন আদি কার্যকর্তার লেখা চিঠির প্রতিলিপি।

আপনাকে বলছি, গত ২৬ মাস আপনি রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ায় ভারতীয় জনতা পার্টি চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজ্যের প্রতিটি মণ্ডলে। দলের কার্যকর্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন নির্বাচিত সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ, এমনকি বিধায়কদের মানসিক জোর অনেকটাই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এতটাই যে, উনারা তাদের ‘অফিসিয়াল পোস্ট’ ছেড়ে দল ত্যাগ করতেও চিন্তা-ভাবনা করছেন না।’ চিঠির শুরুতেই এই লাইনটি লেখা মানে,

সালে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ও আসে। বাধারঘাট উপনির্বাচনেও জয় আসে বিজেপির। কিন্তু ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে আপনি সভাপতি হওয়ার পর, প্রতিটি মণ্ডলে একটি সমান্তরাল ‘গ্রুপ’ তৈরি হয়ে যায়। আমাদের সবার জন্য এটা লজ্জার যে, পুলিশ বহু ঘটনায় বিজেপির অন্তর্কোন্দল থামানোর জন্য প্রকাশ্য ময়দানে নেমে আসে। ঘটনা সমূহ এত জঘন্য পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে কারণ, আপনি একেবারে জেলা এবং মণ্ডলে দলীয় বিষয় পর্যালোচনা

স্বাক্ষর করে দু’পাতার চিঠির মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে লিখেছেন— “ভারতে একমাত্র রাজ্য বোধ হয় এটাই, যেখানে আপনার নেতৃত্বে শাসক দল তিন বছরের মাথায় এডিসি নির্বাচনে হার মেনেছে। তাও এমন এক বিরোধী দলের কাছে যার জন্ম এই নির্বাচনের তিন মাস আগে। দলীয় কর্মীরা তিপ্রা মথায় যোগদান করেছেন। তা রোধ করার জন্য আপনি কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। নির্বাচনের ফলাফল যোগ্যতার ● এরপর দুইয়ের পাতায়

রাতে সন্ত্রাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম’র রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সাজসজ্জা নষ্টের অভিযোগ নতুন মাত্রা পেলে। শুক্রবার রাতে জিবি বাজারের ‘আইল্যান্ডে’ সিপিএম’র প্রচারসজ্জা নষ্ট করে কে বা কারা শাসকদলের পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে। রাতের এই ঘটনায়



গজীর রাতে ‘আইল্যান্ডে’ বিজেপির পতাকা লাগানো হলো।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও অবাক হয়ে যায় একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখে। সেখানে সিপিএম’র পাতাকা, ফেস্টুন সহ প্রচারসজ্জায় আগুন লাগিয়ে দেয় দহুত্বিরা। রাতে গোটা বিষয়টি জিবি বাজার চত্বরে থাকা পুলিশ-টিএসআর প্রত্যক্ষ করলেও তারাও বিষয়টি নিয়ে ‘প্রতিবেদ্যে’ এগিয়ে আসেনি। জানা গেছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা গোটা বিষয়টি জিবি ফাঁড়ি, এনসিসি থানাকে অবগত করলেও সেখানে পুলিশ উপস্থিত হয়নি। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

টাকার এমন টানাটানি... (২)

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ফিসক্যাল রেসপনসিবিলাটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড স্ট্রাটégy অনুযায়ী রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে বৃহস্পতিবারে। শুক্রবারের সংকরণে ২১-২২ সালের রাজ্যের বাজেটে করা প্রস্তাব, তাতে ঘাটতি এবং প্রস্তাবিত আয়ে কী ঘাটতি আছে, খরচ কী হচ্ছে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির খাতিরে ধরে রাখা টাকা, আর আসল পাওনা’র যে ছবি উপমুখ্যমন্ত্রী, তিনিই অর্থমন্ত্রী, যীযু দেববর্মণ’র নেতৃত্বে হওয়া পর্যালোচনায় উঠে এসেছে, তার একটা অংশ লিখা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বাকিটা দেওয়া হল। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার, বন, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, আইন, এসসি ওয়েলফেয়ার, গুর্ভিণ ওয়েলফেয়ার, দক্ষতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিতে কেন্দ্রীয় অনুদান, রাজ্যের এই সময়ে রাজস্ব ঘাটতি বা অভিরিক্ত আদায়, ইত্যাদির নিরাখে আর্থিক পরিস্থিতি কীরকম, এইসব বিষয় থাকছে। থাকছে অর্থ দফতর খরচে নিয়ে সেসব প্রস্তাব দিয়েছে, সেগুলিও। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির জন্য যা টাকা পেয়েছে

রাজ্য, তার হিসাব ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত। চলতি অর্থবছরের চারভাগের তিনভাগ সময় চলে গেছে, শেষ ভাগ মানে লাস্ট কোয়ার্টারেরও দেড় মাস শেষ, মাটই শেষ অর্থমন্ত্রীর নিরল্যা সীতারমণ যে পর্যালোচনা করেছে দফতরের প্রধানদের নিয়ে, তাতে দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই বাজেটে রাখা লক্ষ্য

টাকা, বাজেটে ঘাটতি ছিল ৭৭৩ কোটি টাকা।। রাজস্ব আদায়ে সবচেয়ে করুণ অবস্থা বিদ্যুৎ মণ্ডল আদায়ে। লক্ষ্যের পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্রই আদায় হয়েছে। ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার স্পেশাল ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ অব ট্রাইবালস ইন ত্রিপুরা স্কিম কেন্দ্র দিয়েছে শূন্য টাকা।



থেকে অনেক দূরে বাস্তব অবস্থা। কেন্দ্রীয় প্রকল্প এমনও আছে, যেখানে এক টাকাও আসেনি কেন্দ্র ১৫৯.০৪ কোটি টাকার। গত বছর এসেছিল ১০৭.৭৭ কোটি টাকা। দশ প্রকল্পের অর্ধেকের বেশি প্রকল্পেই কোনও টাকা আসেনি পুরো নয় মাসে। ত্রিপুরার উপজাতি

এই খাতে দশ কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে পাওয়া গেছে ৯১.৬৫ কোটি টাকা, বাজেটে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল ১৫৯.০৪ কোটি টাকার। গত বছর এসেছিল ১০৭.৭৭ কোটি টাকা। দশ প্রকল্পের অর্ধেকের বেশি প্রকল্পেই কোনও টাকা আসেনি পুরো নয় মাসে। ত্রিপুরার উপজাতি

ভাই-বোনদের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ এক টাকাও আসেনি, রাজ্যের বাজেটে এই ক্ষেত্রে কোনও প্রস্তাবই নেই। গত বছর দেওয়া হয়েছিল ৪০ কোটি টাকা। দেশের অর্থমন্ত্রী নিরল্যা সীতারমণ মোহনপুরে আগের আমলে প্রায় শেষ করে আনা একটি পাওয়ার সার্বস্টেশন উদ্বোধনে এসে উপজাতি অঙ্গের জন্য বিশাল আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই তা কেন্দ্র অনুমোদন করে দেবে, সেই প্যাকেজের হিসাব যদি এই পর্যালোচনায় না-আসার কোনও বিশেষ নিয়ম থাকে, তবে সেটা বাদ দিয়ে এই খাতে কোনও চাওয়াও হয়নি, পাঠানোও হয়নি। তবে কেন্দ্র সেই প্যাকেজ অনুমোদন করে টাকা দিয়ে থাকলে এই পর্যালোচনায় না-আসার কোনও আপাত কারণ নেই। ট্রাইবাল সাব প্লানে কোনও টাকা আসেনি। উপজাতিদের পণ্য বাজারজাত করা, তার উন্নয়ন, এইসব খাতেও কোনও টাকা আসেনি। বনবন্ধু কল্যাণ যোজনার পাওয়ার ঘর শূন্য। উপজাতি গবেষণা’র জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজ্যপাল অসুস্থ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্ষ অসুস্থ। ডাক্তার দেখিয়েছেন শুক্রবারে সত্বের খবর, কোনও কিছু খেতে গলায় লাগছে তার। জিবিপি হসপিটাল’র নাক-কান-গলা ডাক্তারদের কাছে গিয়েছিলেন। শনিবারে তার সিটি-স্ক্যান করা হবে, ডাক্তাররা সেই পরামর্শ দিয়েছেন।

৩৮ জনের ফাঁসি যাবজ্জীবন ১১

আমেদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ২০০৮ সালের আমেদাবাদ সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণে মামলায় এক সঙ্গে ৩৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিল বিশেষ আদালত। অভিযুক্ত ছিল ৪৯ জন, বাকি ১১ জনের আমৃত্যু কারাবাসের সাজা শোনােনা হল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা করা হয়েছিল। রায় শোনানোর সময় বিশেষ বিচারপতি এআর পাটেল জানান, বিস্ফোরণে মৃতদের পরিবার ১ লক্ষ টাকা করে, গুরুতর আহতেরা ৫০ হাজার এবং স্বল্পাহতরা ২৫ হাজার টাকা করে প্রতিপূরণ পাবে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে একমাত্র উসমান আগরবাস্তিওয়ালাকে অতিরিক্ত এক বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনেও মামলা রুজু ছিল। আইপিসি, ইউএপিএ, এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, প্রভেনশন অফ ডায়ামেজ টু পাবলিক প্রপার্টি অ্যাক্টে দোষী সাব্যস্ত ৪৯ জনের প্রত্যেককেই ২.৮৫ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৮ ফেব্রুয়ারি, এই মামলার অভিযুক্ত ৭৮ জনের মধ্যে ৪৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে বিশেষ আদালত। ২০০৮ সালের ২৬ জুলাই আমেদাবাদে বিভিন্ন স্পটে পর পর ২২টি বোমা বিস্ফোরণ হয়। সরকার পরিচালিত হাসপাতাল, আমেদাবাদ পুরনিগম পরিচালিত এলজি হাসপাতাল, বাস, পার্ক করা সাইকেল, গাড়ি এবং আরও বিভিন্ন জায়গায় বোমা রাখা হয়েছিল। মোট বোমা রাখা হয়েছিল ২৪টি তবে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

শিরোনামে রবীন্দ্রভবন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। উপমুখ্যমন্ত্রী, তিনিই অর্থমন্ত্রী, যীযু দেববর্মণ’র নেতৃত্বে অর্থ দফতর ফিসক্যাল রেসপনসিবিলাটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড স্ট্রাটégy নিয়ে পর্যালোচনা করেছে। তিনি সাংবাদিক ডেকে সেই পর্যালোচনা বিষয়ে ‘টাকার এমন টানাটানি/রবীন্দ্রভবনও হতে পারে বিয়েবাড়ি’ শিরোনামে করা খবরকে ভিত্তিহীন বলেছেন। সরকারি প্রেস রিলিজিও বলা হয়েছে খবর ‘অসত্য এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি একলাইনে খবরকে ‘ভিত্তিহীন’, বললেও, খবরটি বেশ ‘ভিত্তিহীন’, তা নিয়ে একটি শব্দও খরচ করতে পারেননি। সরকারি চেয়ারে বসে একটা রাজনৈতিক ভাষণ দিয়েছেন বটে, ভাষণে রবীন্দ্রভবন থেকে রাশিয়া,

মাস্টার-হেডমাস্টার!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। সাল ১৯৭৪, ছবির নাম হাত সাফাই, চরিত্রের নাম শঙ্কর। “বাচ্ছে তুম জিস স্কুর মে পড়তে হো হাম উসকে হেডমাস্টার রেহ চুকে হায়।” উঠতি ছোকড়াদের মুখে মুখে ঘুরত এই লবজ। মহাকরণেও শুক্রবারে ইতিহাস থেকে এই লাইনই যেন জীবন্ত হয়ে উঠল, তবে ছোকড়া নন, রাজ্যের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, অর্থমন্ত্রী বাহাদুর প্রবীণ যীযু দেববর্মণ’র অনুনকরণীয় স্টাইলে। “কড়া শব্দেই বলব, ঠিক না? উনি যে (উউ) যে খবরটা করেছেন উনি যদি নিয়ে মাস্টারি করতে চান এই ব্যাপারে, আমরা কিন্তু সেই স্থলের হেডমাস্টার।” উপমুখ্যমন্ত্রী যীযু দেববর্মণ প্রতিবাদী কলম’র ‘টাকার এমন টানাটানি/রবীন্দ্রভবনও হতে পারে বিয়েবাড়ি’ শিরোনামে করা খবর নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ক্যামেরার সামনে তিনি বলেছেন। শঙ্কর বলেছিলেন পকেটমার রাজুকে। যীযু দেববর্মণ বললেন প্রতিবাদী কলম-কে। কয়েক বছর ধরেই সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক আক্রান্ত হচ্ছেন, এই কাগজের অফিস, গাড়ি শাসকদলের নেতা-কর্মীরা ভেঙেছেন, আঙুলে পড়েছেন। উপমুখ্যমন্ত্রীর ‘কড়া শব্দ’ও শোনা হল। প্রতিবাদী কলম বিনীতভাবে জানাচ্ছে, প্রতিবাদী কলম কখনই ‘মাস্টার’ হতে চায় না, তেমন দাবি করেনি। পাঠকের, জনসাধারণের ছাত্র হয়েই থাকতে চায়, হেডমাস্টার তো দুরের কথা। মানুষের ছাত্র বলেই মানুষের টাকার হিসাব সারা পাতা জুড়ে ছাপান। যেদিন ‘মাস্টার’ মনে হবে নিজেকে সেদিন প্রতিবাদী কলম, অপ্রাসঙ্গিক ভাষণ দেওয়া, প্রতিশ্রুতি খেলাপি রাজনৈতিকাদের মতই হয়ে যাবে, কোনও পার্থক্য থাকবে না।

চিন,কিউবা ঘুরিয়ে এনেছেন সাংবাদিকদের, কিন্তু খবরে লেখা বাজেট প্রস্তাব, কেন্দ্র থেকে পাওয়া টাকার পরিমাণ, কিংবা অর্থ দফতর কী প্রস্তাব দিয়েছে, সেসব ‘অসত্য’ বলতে পারেননি। তার প্রচুর কথা শিরোনামটি নিয়ে। যদিও শিরোনামটিও ঠিকভাবে উল্লেখ করতে পারেনি সাংবাদিকদের সামনে। খবর নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ কিছু নেই। টাকার যা হিসাব লেখা হয়েছে, তা মনগড়া বলতে পারেননি। তার বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠ নয়। বরঞ্চ মহাকরণ সত্বের খবর হল, এই খবর নাড়িয়ে দিয়েছে। বেরিয়ে এসেছে বাজেট প্রস্তাব, ঘাটতি এবং প্রাপ্তির চেহারা। একটা উদাহরণই হয়ত যথেষ্ট হবে, কর্মচারীদের বেতন কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে দেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, অবশ্যই এটা ইঙ্গিত করে কোনও ডিএ, ইত্যাদি না দিয়েই, সপ্তম পে-কমিশনের ভাতা, ইত্যাদি না দিয়েও কর্মচারীদের বেতন টাকা নিয়েও চিন্তা করতে হচ্ছে সরকারকে। তার বক্তব্য, প্রতিবাদী কলম’র খবর পড়ে মনে হয়, বাজেট বিশ্লেষণ। সরকারি পর্যালোচনায় যে তথ্য পেশ করা হয়েছে, সেটা শুধুই হয়েছে, চলতি বাজেটের ঘাটতি, আদায়, কোনখাতে কত খরচ ধরা হয়েছে, তা দিয়ে। গত বছর এই অর্থ বছরের জন্য বাজেট পেশ করা হয়েছিল। অর্থ বছর শেষ হতে আর দেড় মাস বাকী। আইন অনুযায়ী বছরে একবার এমন পর্যালোচনা করতেই হয়, এটা আইন। এই আইনের উদ্দেশ্যই ছিল ঘাটতি কমিয়ে আনা, ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সুসম বাজেটের ব্যবস্থা করা। আর অর্থমন্ত্রীর বিক্রপ, খবর মনে হয় এমন ‘বাজেট বিশ্লেষণ’। তার নেতৃত্বে যে তথ্য পর্যালোচনা সভায় পেশ হয়েছে, প্রতিবাদী কলম সেই তথ্যই বাক্য দিয়ে লিখেছে, একটি হিসাবও এই কাগজের নিজের কোনও হিসাব নেই। কেন্দ্রীয় ● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। বলবো না বলবো না করে সবই বলছেন তিনি। তার চলন-বলন, হাবভাব, রাজনৈতিক কর্মসূচি সবকিছুতেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আর সন্তোষ কার্যপ্রণালীর ছাপ স্পষ্ট। তারপরেও মাত্র দু’দিন আগেই জোটের মেঘ সরিয়ে দিয়ে বললেন, কারো সঙ্গেই জোটের সজ্জাবনা এখনও তৈরি হয়নি তার। জোট যখন করবেন তখন পেছনের দরজা দিয়ে নয়, একেবারে সদর দরজা দিয়ে গিয়েই জোট করবেন। আর সেই ক্ষেত্রে রাখঢাক কিছু রাখবেন না তিনি। জোট হবে একেবারে প্রকাশে। কিন্তু শুক্রবার বড়কীঠালে এক



সোজা স্পোর্টস রাজ্যসভা

এরাজ্যে অকাল ভোট হবে কি না বা এক সাথেই শূন্য বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট হবে কি না তা হয়তো পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরই বোঝা যাবে। তবে উপ-নির্বাচন বা বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসক দলের সামনে নাকি এখন বড় চ্যালেঞ্জ রাজ্যসভার একমাত্র আসনে ভোট। আগামী মার্চ মাসে রাজ্যের বর্তমান রাজ্যসভার একমাত্র সাংসদের ছয় বছর মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সম্ভবত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে হবে রাজ্যসভার ওই আসনে ভোট। বিধায়কদের ভোটে রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হন। বর্তমান সময়ে বিধায়কের যে সংখ্যা তাতে বিজেপি-র প্রার্থী সহজেই জিতবেন। তবে বামেরা জেতার সুযোগ না থাকলেও হয়তো প্রার্থী দেবেন। আর বামেরা প্রার্থী দিলে নির্বাচন কোন মাত্রা পায় তা দেখার। কেননা বর্তমান সময়ে বামদের বিধায়ক ১৫ জন। সাংসদ নির্বাচনে ভোট হলে তাদের ভোট বৃদ্ধি পায় কি না তা দেখার। তবে জয় সুনিশ্চিত হলেও শাসক দলের সামনে নাকি দুইটি বড় ইস্যু কাজ করছে। প্রথমতঃ কে হবেন রাজ্যসভায় শাসক দলের প্রার্থী। একটা সময় নাকি কারো কারো প্রস্তাব ছিল, রাজবাড়ির কাউকে প্রার্থী করা। কিন্তু এখন তা হচ্ছে না বলা চলে। রাজ্যসভার প্রার্থী হতে নাকি শাসক দলের কাছে নিজেদের নাম পাঠাচ্ছেন কোন কোন অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীও। এছাড়া শাসকদলের এক শীর্ষ নেতার স্ত্রী-র নামও কেউ কেউ করছেন। সুতরাং প্রার্থী নিয়ে শাসক দলে খানিকটা চাপ আছে। পাশাপাশি চিন্তা শাসক দলের কোন কোন বিধায়ক অন্য দলের প্রার্থীকে ভোট দেন কি না।

বেহাল সড়ক ঃ জনতার অবরোধ

● চারের পাতার পর বিভিও পানিসাগর হোমাগি ভট্টাচার্য। সকল আধিকারিকগণ দফায় দফায় আলোচনা করেও অবরোধকারীদের সরাতে সক্ষম হতে না পারায় ছুটে আসেন পানিসাগরের এসডিএম রজত পথ (আইএএস)। এসডিএম নিজে রাস্তাটি পর্যবেক্ষণ করেন এবং কাঞ্চনপুরের পিএমজিসওয়াই দফতরের সাথে কথা বলে জানতে পারেন, সড়কটির সংস্কার ও মেরামত সংক্রান্ত ওয়ার্ক অর্ডার অনুমোদনের জন্য আগরতলা হেড কোয়ার্টারে পাঠানো হয়েছে। তবে অবরোধকারীদের রোযানাল থেকে প্রতিরাত্র পেতে আজ থেকে রাস্তাটির সংস্কারে হাত লাগানো হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে বরফ গলতে শুরু করে। ৪ ঘণ্টা অবরোধে ৮নং জাতীয় সড়কের উভয়দিকে আটকে পড়া প্রায় চারশতাধিক যানবাহনের ভোগান্তি চরমে উঠেছিল। সরকার ও প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের প্রতিশ্রুতিতে আপাতত অবরোধ প্রত্যাহার করলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সংশ্লিষ্ট সবমহল। এরাজ্যে কোনও কিছু পেতে হলে আন্দোলনের প্রয়োজন হয় না কথাটি ভিত্তিহীন বলেই প্রমাণ করলেন সাধারণ জনতা।

কলাপাতা

● আটের পাতার পর ৯২০জন। এদিকে করোনার নাইট কারফিউ আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দিয়ে রেখেছে রাজ্য প্রশাসন। অথচ করোনার মধ্যে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক না করতে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশকের কাছে। যদিও এখন সরকার নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যের কোথাও মাস্কের জন্য জরিমানা করতে নামতে দেখা যায় না প্রশাসনের আধিকারিকদের। লোক-দেখানো এই নির্দেশিকা ঘিরেও হাস্যকৌতুকে পাত ছাচ্ছেন অনেক অফিসার বলে অভিযোগ উঠেছে। রাতে ১১টার পর নাইট কারফিউ নিয়ে উদাসীনা খোদ প্রশাসনের আধিকারিকরাই।

তাণ্ডব

● আটের পাতার পর বিরুদ্ধে কোনও মান্দাও নেই থানায়। এমনকী মারধর করার পর তিনজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবাদী নেতারা কোনও মালশরও করেননি। যখন যাকে খুশি মারধর করা এই সংস্কৃতির বদল চান স্থানীয়রাই।

নেতাদের ভিড়

● সাতের পাতার পর দেখে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ বলতে শুরু করেছে, এটা আসলে ভলিবলের প্রচারের জন্য নয়। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রচার। মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অন্য যাদের ছবি এই প্রচার পত্রে দেওয়া হয়েছে তাদের অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি—এই প্রশ্নটা তুলেছে ক্রীড়াপ্রেমীরা। যদি অনুমতি না থাকে তাহলে কাজটা তো বেআইনি। আর যদি তাদের অনুমতি নিয়েই প্রচার পত্রে তাদের ছবি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেখানেও অন্যরকম গন্ধ পাওয়া যাবে। রাজ্যের ক্রীড়া প্রচারের জন্য যারা ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছে তারা কেন হঠাৎ করে এই ধরনের নেতিবাচক বিষয়কে গুরুত্ব দিতে গেলো?

প্রকাশ্যে প্রদ্যোত’র কংগ্রেসপ্রীতি

● প্রথম পাতার পর কংগ্রেসের পাশাপাশি তৃণমূলের নামও ছিলো। যদিও এর পরদিনই মধ্য চেয়ারম্যান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এর পরই গুজব্বার মোহনপুর মহকুমার বড়কাঁঠালে ভাষণ রাখতে গিয়ে প্রদ্যোত মণিকর যেভাবে কংগ্রেস এবং তৃণমূলকে বাঁচিয়ে সিপিআইএম এবং বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন, এতে মধ্য কর্মীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় আগামী ভোটারে জোট অংক। অনেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছেন, তাহলে দুর্দিন আগে প্রদ্যোত মণিকা এভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কর্মীদের বিভ্রান্ত করেছিলেন কেন? দুর্দিন পর যদি তাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলতে হয় তাহলে দুর্দিন আগে নিজে থেকে জটিলতা সৃষ্টি করার কোনও প্রয়োজন ছিলো না।

তবে কর্মীরা এদিন স্পষ্ট বুঝেছেন প্রদ্যোত মণিকরের ইঙ্গিত। উল্লেখ্য, কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের জোট’র ইতিমধ্যেই কথা হয়ে গিয়েছে তা একেবারে নিশ্চিত। আলোচনায় ভাগ নিয়েছিলেন সুদীপ রায় বর্মণও। এখনও পর্যন্ত যতটুকু খবর, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে ত্রিপুরা মধ্য জোটে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে তৃণমূলের সঙ্গে জোট হতে পারে আবার না হতে পারে। তৃণমূল যদি তাদের শক্তি ধরে রাখতে পারে তাহলে জোট হবে। আর যদি তৃণমূল শক্তি সহ্যত করতে না পারে তাদের সঙ্গে কোনওরকম জোট হবে না। তবে কংগ্রেস মধ্য যে জোটের পথে এগোচ্ছে, এদিন প্রদ্যোত মণিকরের কথা থেকেও তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তবে মধ্য কর্মীরা মনে করেন বুঝা গিয়েই এ বিষয়ে জটিলতা তৈরি করে কর্মীদেরকে বিভ্রান্তি মধ্য ফেলে দিয়েছেন।

২১ মার্চ

● ৬-এর পাতার পর ক্ষেত্রে যা-যা দরকারী সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যান্ডিয়ারের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাতের প্রিন্ট আউট এবং ঢাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জামতে কর্মবীর মিডিয় ব্লগে অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই বা হ্যালো’ লিখে মেসারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন।

ভারতের দখলে

● সাতের পাতার পর অবদান ঋষত পৃথু এবং বেক্টেশ আয়ারের। আইপিএল-এ কলকাতার হয়ে খেলেলেও ইডেন গার্ডেনের স্বাদ পাননি বেক্টেশ। শুক্রবার বুধলেন ইডেনের জনতা কতটা আন্তরিক হতে পারে। তাঁর প্রতিটা শটের পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন সমর্থকরা। সমর্থন পেয়ে ভয়ঙ্কর প্রকল্প,এইসব খাতে কোনও টাকা নেই। হয়ে উঠছিলে বেক্টেশও। পথুও নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেললেন। ঝোড়ো ২৮ বলে ৫২ রানের ইনিংস ভারতকে পৌঁছে দিল ১৮৬ রানে।ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম পাঁচ ওভারে উইকেট হারায়নি। কিন্তু যুজবন্দ্র চহাল প্রথম ধাক্কা দেন। ফেরান মেয়াসকে। কয়েক ওভার পরেই বল করতে এসেই রবি বিষণেই ফেরান ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে থাকা বেকনকে।

পোয়াবারো

● সাতের পাতার পর চাকুরির সুযোগ করে দিতে পারেনি তখন এই স্পোর্টস সেল কেন? শাসক দলপন্থী এক বেকার খেলোয়াড় বলেন, আসলে সবাই ক্ষমতা চায়। আর ক্ষমতা পেলে বেকারদের কথা ভুলে যায়। শাসক দলের স্পোর্টস সেল আসলে ক্ষমতালোভী কিছু লোকের হাতে চলে গেছে। তারা ক্ষমতা পেয়েছে এই যা। চার বছরে যে একজনও বেকার খেলোয়াড় ক্রীড়া দফতরে চাকুরি পায়নি। ক্রীড়া দফতরে যে একজনও জুনিয়র পিআই নিয়োগ হয়নি তা নিয়ে শাসক দলের স্পোর্টস সেলের কোন হেলদোল আছে বলে মনে হয় না। তিনি বলেন, এই অবস্থায় যদি রাজ্যের হাজার হাজার বেকার খেলোয়াড়দের যদি পরিবর্তনেরও পরিবর্তন চায় তাহলে অন্যান্য কোথায়? আমরা তো চাকুরির আশায় এসেছিলাম। কিন্তু চার বছরে যদি একজন সরকারী ক্রীড়া দফতরে একজনও বেকার খেলোয়াড়কে চাকুরি দিতে না পারে, একজনও জুনিয়র পিআই নিয়োগ কর তে না পা’বে তাহলে বেকার খেলোয়াড়দের নিশ্চয় অধিকার আছে নতুন কিছু ভাবনা চিন্তা করার।

ক্লাবগুলি

● সাতের পাতার পর দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ক্লাবগুলির বক্তব্য, মানিক সাহা টিসিএ-র সভাপতি হিসাব গোটা ম্যাঙ্গে প্রচার পেলেও তিনি খোদ টিসিএ-কে পসু করে রেখেছেন। ২০১৯ সিজনের ক্লাব ক্রিকেটের পুরস্কার এবং প্রাইজমানি যেমন দেওয়া হয়নি তেমনি ২০২০, ২০২১ সিজনের কোন ক্লাব ক্রিকেট আজ পর্যন্ত হয়নি। অর্থাৎ মানিক সাহা যে টিসিএ-র সভাপতি হিসাবে বিভিন্ন টেনিস ক্রিকেটের মঞ্চ আলোকিত করছেন সেই টিসিএ-তে তিনিই ক্লাব ক্রিকেট, মহকুমা ক্রিকেট বন্ধ বা স্তব্ধ করে রেখেছেন। অভিযোগ, টিসিএ-র সভাপতি হিসাবে মানিক সাহা যেখানে চরম বার্থ সেখানে তিনি কি না টিসিএ সভাপতি হিসাবেই ঘন ঘন টেনিস ক্রিকেটে হাজির হচ্ছেন। দিচ্ছেন পুরস্কার। দেখা যাচ্ছে, বিজেপি-র সভাপতির চেয়ে তিনি টিসিএ সভাপতি হিসাবেই বেশি পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু যে ক্রিকেট আ্যোসিয়েশন (টিসিএ) তাকে এত পরিচয় দিচ্ছে সেই টিসিএ-কে তিনি অন্ধকারে ডুপিয়ে দিচ্ছেন। অভিযোগ, যুগ্মশক্তিরে পরামর্শ নেইই নাকি রাজ্য ক্রিকেটে আজ অন্ধকার নামিয়ে এনেছেন টি সিএ সভাপতি মানিক সাহা।

বিহারের সাকিবুল

● সাতের পাতার পর সন্টমেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে শুক্রবার তাঁর ব্যাট থেকে এল ক্রিশতরানা। পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে করলেন ৩৪১ রান। ৪০৫ বলের ইনিংসে রয়ছে ৫৬টি চার, দুটি ছয়। স্ট্রাইক রেট৮৪.২০।এটুকু পরিসংখ্যান থেকেই পরিস্কার, মিজোরামের বোলারদের ব্যাট হাতে কোনশান করেছেন সাকিবুল প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এর আগের বিশ্বেরকউ ছিল ভারতেরই দখলে। ২০১৮-১৯ মরসুমে মধ্যপ্রদেশের ব্যাটার অজয় রোহেরা হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে করেছিলেন অপরাভিত ২৬৭ রান। সেই বিশ্বেরকউই এনি ছেড়ে গেল সাকিবুলের ব্যাটে। এমন কিছু ঘটতে পারে রাজ্যের আগে ভাবেননি সাকিবুল। খেলার নিয়মে এই বিশ্বেরকউ ভবিষ্যতে তেছে যেতেই পারে। তবু প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের অভিষেক ম্যাচে প্রথম ক্রিশতরানকারী হিসেবে সাকিবুলের নাম মুছেবে না কোনও দিন।

টাকার এমন টানাটানি... (২)

● প্রথম পাতার পর চাওয়া হয়েছিল, কোনও টাকা আসেনি। বন এই ক্ষেত্রে সাত প্রকল্পের চারটিই ঘরই খালি। প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ,বণ্যপ্রাণীর জন্য আবাস উন্নয়ন,সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা,হাতি প্রকল্প,এইসব খাতে কোনও টাকা নেই। সাত প্রকল্পে মোট চাওয়া হয়েছিল ৬৫.৬০ কোটি টাকা,তার অর্ধেকও আসেনি, পাওয়া গেছে ৩০.৩৫ কোটি টাকা। প্রাণী সম্পদ বিকাশ সেফ শূন্য। বাগিচা চাষ চাওয়া হয়েছিল ৬০ কোটি,৭.৬৫ কোটি পাঠিয়েছে কেন্দ্র। আইন সেফ শূন্য।গ্রাম ন্যায়ায়ল কিংবা পকসে আইনে বিচারের জন্য বিশেষ আদালতের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছিল। রাজস্ব শূন্য।এই খাতে যেমন সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন আছে, আছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা। মাছ চাষ ত্রিপুরায় মাছ খাওয়ার গড় জাতীয় গড়

যাবজ্জীবন ১১

● প্রথম পাতার পর কালোল এবং নারোদায় রাখা দুটো ফাটেনি। সেদিনের বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল ৫৬ জনের এবং আহত হয়েছিলেন অন্তত ২০০ জন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ইমেল পাঠিয়ে এই হামলার দায় স্বীকার করে শিউরান মুজাহিদিন। এই ঘটনার আগে অবধি এই জঙ্গি সংগঠনের নাম শোনা যায়নি।

থেকেও বেশি। পাওয়া গেছে ১১.৮০ কোটি টাকা। চাওয়া হয়েছিল ৪৩.২৭ কোটি টাকা। এসপি ওয়েলফেয়ার কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে। ছত্রািৎ ‘নেই’ তালিকায় পোস্ট কিংবা প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ প্রকল্পে কোনও টাকা নেই। আদর্শ গ্রাম যোজনায় টাকা নেই। নেই টাকা এসপি ডেভেলপমেন্ট স্কিমে কোনও টাকা। বাজেটে ১১২.১৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল,পাওয়া গেছে চারভাগের একভাগের কম, ২৫.৬৭ কোটি টাকা মাত্রই। বরিশি ওয়েলফেয়ার প্রি ও পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ’র জন্য চাওয়া হয়েছিল ৩৩.৩০ কোটি টাকা, পাওয়া গেছে ১৪.৪২ কোটি টাকা। মাইনারিসি ওয়েলফেয়ার ৫০ কোটি টাকা চেয়ে পাওয়া গেছে ৬.৯৯ কোটি টাকা গত সালে পাওনা ছিল পাঁচ কোটি টাকা। দক্ষতা বাড়ানো মাত্রই ৭.৮৩ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। এই খাতে সাত প্রকল্পের মধ্যে মাত্র একটি প্রকল্পে এই টাকা দেওয়া

হয়েছে, চাওয়া হয়েছিল ২৯ কোটি টাকা। চাওয়া হয়েছিল ৫.৩৯ কোটি টাকা। পুলিশকে আধুনিক করার জন্য এই টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকী ছয় স্কিমে খাতা খালি। নির্ভর্যা যান্ত্র-সহ পুলিশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আধুনিকীকরণ প্রকল্পেও কোনও টাকা আসেনি। স্টেট নোডাল অ্যাকাউন্ট এই খাতে এসেছে ৩২৬.৪৮ কোটি টাকা। বাজেটের বাইরে পাওয়া টাকা এখানে পাওয়া গেছে ৯৬০.৯৭ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রেও উপজাতি উন্নয়নে কোনও পেশ্পাল প্যাকেজের নাম নেই। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে রেগা প্রকল্পে, ৬৮২.৭৩ কোটি টাকা। রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি ধরা হয়েছিল ১৭১৭.১৫ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রে গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিএসডিপি)’র ভাগে কোনও লক্ষ ছিল না। জিএসডিপি’র ভাগ খণ্ডাক্ষর সংখ্যায়, -২.৬৪ শতাংশ হয়েছে।

জেনারেলিস্ট অফিসার

● ৬-এর পাতার পর ছবিওনা অন্য কিছু। ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার রিসিপ্ট কপির একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেকেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যান্ডিয়ারের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাতের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মূহুর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবীর মিডিয় ব্লগে অফিসের হোয়াটস্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেসারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

মানিক সাহা গদি ছাড়ে

● প্রথম পাতার পর পর আপনি কার্যকর্তাদের ত্রিপ্রা মথার মার খাওয়া থেকে বাঁচানোর কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। বিজেপির নানা সম্পদ নষ্ট হয়েছে। বহুদিন ধরেই কার্যকর্তারা এডিসি এলাকায় ভয়ে রয়ছেন এবং এখন বাধ্য হয়ে ত্রিপ্রা মথায় যোগদান করছেন, নিজগের বিজেপি দল ছেড়ে। আসন্ন নির্বাচনের ২০টি এফটি সিট-এ এবং ১৭টি এসসি ও জেনারেল সিট-এর ওর ভয়াবহ ভয়াব পড়বে। এখানেও শেষ হতে পারতো চিঠিটি। হয়নি। মানিকবাবুকে তার বার্থতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, দু’পাতার চিঠিতে এও লেখা হয়েছে— “আপনি কোনওদিন মাটিতে নেমে রাজনীতি করেননি। শুধু তাই নয়, দলের অফিস বয়োরার হিসেবে দায়িত্ব পালনেরও কোনও অভিজ্ঞতা নেই আপনরা। কোনওদিন কাউন্সিলার বা বিধায়ক পদেও নির্বাচিত হননি। কোনও এক অজানা কারণে আপনি সরাসরি সভাপতির দায়িত্ব পেয়ে গেছেন। বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব পেয়েছেন দলেরই সমস্ত সাংগঠনিক সংবিধানকে উল্লঙ্ঘন করে। সভাপতি হতে গেলে এই দলে ন্যূনতম ১০০ বছরের অফিস বয়োরারের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কথা মত, এর পরেও আমরা আপনাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনি কখনও, কোনওদিন আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেননি। শুধু তাই নয়, কখনও আমাদের পরামর্শ নিয়ে সংগঠনকে উন্নত করার চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করেননি, বরং আমাদের সাইডলাইন করে রেখেছেন। দলের স্বার্থে, তারপরও বহুবার আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চেয়েছি।” গলগল করে নিজগের দলের শীর্ষ পদকে এতকিছু লিখেও ক্ষান্ত হননি আদি নেতার। চিঠিতে তারপর লেখা আছে— “আইপিএফটির বরিত নেতারাও বহুবার শাসকদলের এই পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আপনি গায়ে মাখেননি। নতুনকম বা ভাবনা চিন্তা ছেড়েই দিলাম আমরা, আপনি সাংগঠনিক উন্নতির দিকেও নজর দিতে পারেননি। আপনি একদিকে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি এবং অন্যদিকে টিসিএ’র সভাপতি। গত ২৬ মাসে একই সঙ্গে দুটো প্রতিষ্ঠানকে আপনি সর্বনাশ করে ছেড়েছেন। একসঙ্গে দুটো পোস্ট ধরে রাখা বেআইনি। আগামী ১০ মাসে আরও তিনটি নির্বাচন— ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন, কয়েকটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন এবং সর্বশেষ ২০২২ বালের বিধানসভা নির্বাচন।” এরপরে চিঠির দ্বিতীয় পাতার শেষদিকে আদি নেতার লিখেছেন।— ‘বৃহত্তর স্বার্থে এবং বিজেপি দলকে সাংগঠনিকভাবে উন্নত করতে এবার দয়া করে আপনরা চোয়ার ছেড়ে দিন। যোগ্য এবং অভিজ্ঞ কাউকে আপনার চোয়ারে বসতে দিন। এই দুর্যোগের সময়, এটাই একমাত্র দলকে বাঁচাতে পারবে। নেমে পাঁড়ান নিজের পদ থেকে (ইংরেজিতে চিঠিতে লেখা— মানিক সাহাজি নাও গ্লিজ স্টেপ ডাউন ক্রম প্রেসিডেন্ট পোস্ট)।’ চিঠির শেষদিকে আজও ভাঙ্কর শব্দ ব্যবহারে নেতারা লিখেছেন— ‘বিজেপি দলের দক্ষ মাতৃসমান। মায়ের দুধ পান করেছেন গত ২৬ মাস ধরে। অন্তত সেই অজুহাতে এবার পদ ছেড়ে দিন।’ চিঠিটির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, দলের জাতীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে একবাঁক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে। দেখার, এই চিঠিটি রাজ্য রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে।

শিরোনামে রবীন্দ্রভবন

● প্রথম পাতার পর প্রকল্প থেকে কত পাওয়া গেছে, কোন প্রকল্পে কী পাওনা, তার সবই সেই পর্যালোচনায় পেশ করা ‘ফাঙ্ক্সি এন্ড ফিগার’। বছরের বাজেট ছাড়া রাজ্যের সারা বছরের খরচ কত, আয় কত, কী উন্নয়ন হচ্ছে, তা বোঝার আর কোনও পন্থা নেই। তাছাড়া, বাজেট মানুষের টাকায় মানুষের জন্য। বাজেটের কতটা খরচ হল, কী হল, পর্যালোচনা করে কী এসে, তা মানুষের সামনে অর্থ দফতর নৈতিকভাবে নিজেরই জানানো উচিত। মানুষের টাকা, সেই টাকায় তাদের জন্য বছরের প্রথমে কী প্রস্তাব করা হয়েছিল, বছর শেষে এসে কী হল, তা জানার অধিকার নিশ্চয়ই মানুষের। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যেও পলিসি বানানোর ‘বডি’ নয়, প্রতিবাদী কলম কোথায় তা লিখেছে,তা আর বলতে পারেননি মন্ত্রী। প্রতিবাদী কলম তা লিখেনি। তিনি এনইসি’র ফিরে যাওয়া টাকা ফিরত আনার দাবি রেখেছেন। এনইসি’র কোন টাকা ফিরত গেল, তা উল্লেখ করেননি। এনইসি’র টাকা সাধারণত লাপস না হওয়া থাকে টাক, মানে ফেরত যায় না। তিনি আরও বলেছেন, বহু আগে ফেরত যাওয়া বিলুপ্তায়নের ১২ কোটি টাকা ফিরিয়ে এনেছেন। আর্থিক শৃঙ্খলার বহুদিন আগে ফেরত যাওয়া টাকা কী করে ফেরত আসে, তা কেউ বলতে পারেননি। এক অর্থ বছরে যদি টাকা ফেরত যায়, তবে কেন্দ্রের কোন অ্যাকাউন্টে সেই রাজ্যের নামে সেই টাকা বছরের পর বছর জমা থাকে, তা জানা যায়নি। তার ইমিট আগের সরকারের আমলে টাকা ফেরত গেছে, চার বছর পর সেই টাককে ফেরত আসে। খবরটি শিরোনাম ধরে তার বক্তব্য রবীন্দ্রভবন বিয়েবাড়ি করা কল্পনারও অতীত। তেমন পরিকল্পনা নেই তাদের। সেই প্রঙ্গ ধরে তিনি বলেছেন যে রাজ্যের কৃষ্টি-সংস্কৃতি একমাত্র তার সরকারই রক্ষা করছে। আগে কেউ করেনি। যে রবীন্দ্রভবন নিয়ে এতটা ভাষণজুড়ে, সেই ব্রহ্মনাট্য তার সরকারের আমলে তৈরি নয়, একটুকুও নয়। বরঞ্চ রক্ষণাবাদীদের আসলে প্রতিশ্রুতি দেশের শিল্পীদের কাছে মাথা কাটা গেছে রাজ্যের। কিছু দিন আগে রবীন্দ্র শতবর্ষিকী ভবন-এ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চ জলে থৈ থৈ হয়ে পড়েছিল। শিল্পীরা জল কোথায় তা দেখে দেখে নাচ পরিবেশন করতে চেষ্টা করে গেছেন। মঞ্চের কোনায় সরে গিয়ে আবৃত্তি করেছেন, তাও এদিক-সেদিক দিয়ে গায় বৃষ্টির জল পড়ছিল। মঞ্চে এতটাই জল ছিল যে সেই জল জলে শিল্পীদের চোখেরা আয়ারমান মত দেখা যাচ্ছিল। সেই খবরও হয়েছিল। তিনি মঞ্চার প্রতিবাদ করতে পারেননি। প্রতিবাদী কলম কখনই, এমনকী শিরোনামেও বলেনি এই ভবনটি বিয়েবাড়ি হয়ে গেছে, কিংবা হতে চলছে (যা তিনি বলেছেন কামেরায়)। অর্ধ দফতর প্রস্তাব করেছে যে টাউনহল, অভিটোরিয়ামগুলি বিয়েবাড়ি, সিনেমাহল হিসাবে ব্যবহার করা হোক। রবীন্দ্রভবনও তাই। বলা হয়েছে, সম্ভাবনার কথা, যেহেতু টাউনহল, অভিটোরিয়াম বিয়েবাড়ি, সিনেমাহল করার প্রস্তাব আছে। টাকার টানাটানি না হলে কেউ সাংস্কৃতিক কাজের জন্য মূল্যত যে হল, টাউনহল, বা নজরুল কালেক্স-বা উন্নয়নকারী রাজর্ষি, বা আরও নানা হল, সেখানকে বিয়েবাড়ি বানানোর প্রস্তাব করার কথা যায়। তার দফতরই বলেছেন। সেরা যারা কেউ কল্পনা কেউ করেছিলেন? তিনি ‘বিয়েবাড়ি’র সাথে ‘সিনেমাহল’ কথাটিও বলেছেন। ‘সিনেমাহল’ কথাটি তার মুখ থেকেই বেরিয়েছে, তার দফতরের প্রস্তাবে আছে, প্রতিবাদী কলম তো সেই শব্দ লিখেনি! এ তো “ঠাকুর ঘরে কো...!”

মন্ত্রী বাহাদুর এত অপ্রসাদিক বলেছেন যে চাইলে গত সংস্করণের মত পুরো পাতা তার কথা খন্ডন করে লেখা যাবে। যেমন তিনি বলছিলেন, এত বড় লেখা, সবটা পড়িনি, অল্প অল্প দেখেছি। কথা বলার সময়, একেবারে সরি উল্লেখ করে কয়ে তিন বছরে পাওয়া টাকার কথা বলেছেন, প্রতিবাদী কলম সেই পাওনার কথা লিখেছে পর্যালোচনায় পেশ করা হিসাব থেকেই। তিনি সেখানে কোনও আপত্তি করেননি, বরঞ্চ বলেছেন, কাছাকাছি ছিল পাওনা বছরে বছরে। ২০১৮-১৯’র সাথে এই সালে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পাওনার পার্থক্য সারে চারশ কোটি টাকার বেশি। এটাই কী কাছাকাছি! তেমনি মিথি’র তার বলা সময়কাল নিয়েও কথা বলা যায়। ১৭ ফেব্রুয়ারি যে হিসাব পেশ হয়েছে, আর সব বাদ দিলেও, শুধুই যদি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য বাজেটে ধরা টাকা (বাজেট এস্টিমেট) আর গত ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত পাওয়া টাকার পার্থক্য দেখা যায়, তবে তা ২৫৬১.৭৬ কোটি টাকা, এই টাকা আরও আসতে হবে। হাতে আর দেড় মাস সময়। মন্ত্রী বলেছেন, সব টাকাই আসবে, গত বারের চেয়ে বেশি আসবে। লিখিত নাকি কেন্দ্রীয় দফতর থেকে আনা হচ্ছে। যদি তাই সত্যি হয়, তবে ১০ মাসে পাওয়া গেছে ২১৩৬.৮৮ কোটি টাকা, আর দুই মাসে আসবে ২৫৬১.৭৫ কোটি টাকা। যদি আসেও দুই মাসে এই টাকা খরচ করা যায়, যাবে। যদি খরচ না হয়, কী হবে, আগামী বাজেটে টাকা আসারও কমে যেতে পারে। তাও যাই হোক, এই টাকা আর দেড়মাসে অর্থমন্ত্রী এনে খরচ করে দেখাতে পারলে, প্রতিবাদী কলম আবার পুরো পাতা জুড়ে খবর করবে।

সরকারি প্রেস রিলিজ দিয়ে জানানো আপত্তি হুবহু দেওয়া হলো ঃ “ আগরতলা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ই” শুক্রবার ‘প্রতিবাদী কলম’ পত্রিকায় ‘টাকার এখন টানাটানি- রবীন্দ্র ভবনও হতে পারে বিয়ে বাড়ী।’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য বলে প্রতিবাদ জানিয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বীষ্ণু দেববর্মন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মন জানান, এ ধরনের ভিত্তিহীন ও অসত্য সংবাদ জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ায়। কী দেববর্মন জানান, এফ আর বি এন কোনও সরকারী পলিসি মেকিং বাড়ি নয়। বাজেট তৈরীর কাজও এফ আর বি এম করে না। এফ আর বি এম বিভিন্ন দফতরের আর্থিক দলদ্বা, বিভিন্ন দপ্তরের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ সংক্রমে যোগান ও ব্যবহারের বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোনও প্রকল্পের মঞ্জুরীকৃত টাকার কিস্তি কতটা পাওয়া গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোনও অর্থ পাওনা থাকলে কেন পেতে দেরী হচ্ছে এবং বিষয় এক্স আর বি এম বৈধকে আলোচনা হয়। এফ আর বি এম বৈধকে কোনও পলিসি গ্রহন করা হয় না। রাজ্যের আর্থিক সমুদ্রির বিষয়ে আলোচনা হয়। বিভিন্ন দপ্তর আধিকারিকদের সরকার গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

শ্রী দেববর্মন আরও জানান, বিজেপি সরকার রাজ্যের কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। রাজ্যের কৃষ্টি-সংস্কৃতির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিজেপি সরকার।

রাজ্য বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যের তিনজন নাগরিক পদব্ধী পুরস্কার পেয়েছেন। মহারাজা বীরবিক্রম মানিক মহাশয়ের নামে আগরতলা এয়াপোর্টে নামাকরন করা হয়েছে। মহারাজা বীরবিক্রম মানিক মহারাজার জন্মদিনকে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। গড়িয়া গুজার ছুটি দুর্দিন করা হয়েছে। পুরনো রাজভবনকে পুষ্পবন্ত মিউজিয়াম করা হয়েছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী বীষ্ণু দেববর্মন বলেন রবীন্দ্র ভবন রাজ্যের একটি ঐতিহ্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্মরণেই এই ভবন। এই ভবনের সর্দেই যুক্ত রয়েছে ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আয়িক সম্পর্ক। কাজেই রবীন্দ্রভবনকে বিয়েবাড়ি হিসাবে ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে চিন্তা করা কল্পনাতীত।”

বাজেটে আর্থিক ঘাটতি ৩৬৮০ কোটি টাকা। বিজেপি ক্ষমতায় আসার প্রথম বছরে শুধু ১৪১.৭ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব এসেছিল, আর সেই বছরেই আর্থিক ঘাটতি সবচেয়ে কম ছিল, ১৩৩৯.৭ কোটি টাকা। পরিস্থিতি সামলে প্রস্তাব বৃহস্পতিবারের পর্যালোচনায় অর্থ দফতর খরচ বাঁচাতে আটটি প্রস্তাব রেখেছে। খরচে কঠোর হতে হবে, প্রকল্পের জন্য জমি কেনা এড়িয়ে যেতে হবে, প্রেক্ষাগৃহ ও টাউন হলগুলি বিয়েবাড়ি, সিনেমাহল হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, পরিসেবা কিংবা কর্মী নিয়োগ বেশি বেশি আউটসোর্স করা যাবে না, দফতরে দফতরে শূন্যপদ লোপ হবে, বাজেটের বাইরে খণ নিতে হবে, বাজেটের বাইরে টাকার উৎস কাজ লাগাতে হবে, যতটা সম্ভব কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে কর্মচারীদের বেতন দিতে হবে।ভারত সরকার’র প্রকল্পগুলির টাকা আনতে হবে।

রাতে সম্ভাস

● প্রথম পাতার পর গত কয়েকদিন ধরে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের রাজনৈতিক ‘সম্ভাস’ দেখে বিস্মিত রাজ্যবাসী। আগামী ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি আগরতলা টাউনহলে সিপিএম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে প্রকাশ্য সমাবেশ। এদিকে, বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে শহরে পেড়ানো হলো সিপিএম’র পোস্টার এবং ব্যানার। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই ঘটনা আগরতলার কের টেমুহুনি এলাকায়। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে অভিযুক্তের ছবি ধরা পড়েছে। জানা গেছে, একদিন আগেই কের টেমুহুনি এলাকায় সিপিএম পোস্টার, ব্যানার এবং স্লোগ লাগিয়েছে। প্রায় চার বছর পর সিপিএম’র স্লোগ এবং পোস্টার লাগাতে দেখেন এলাকাবাসীরা। কিন্তু গভীর রাতে এই কামার এবং পোস্টার এক ব্যক্তি এসে আঙন ধরিয়ে দেয়। অশপাশের বাড়িদের সিসি ক্যামেরায় এই ফুটেজ ধরা পড়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে সিপিএম। তারা অভিযুক্তদের গ্রেফতারেরদাবি তুলেছেন। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। প্রসঙ্গত, শহরের স্মার্টসিটির ক্যামেরাতে বহু অপরূহ ধরা পড়ে। কিন্তু পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারছে না বলে অভিযোগ। ২৪ ঘণ্টা আগেই গান্ধীগ্রামে প্রকাশ্যে এক মহিলার হার ছিনতাই হয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ এই যুবকের পরিস্কার ছবি ধরা পড়েছে।কিন্তু পুলিশ দুই অভিযুক্তের মধ্যে কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। এমনকী যে বাহিকে ছিনতাইবাজরা এসেছিল এটিও উদ্ধারহয়নি।সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে পুলিশ শুধুমাত্র আটো চালক এবং বাইক চালকদের জরিমানার মনে বীরত্ব করতে পারে বলে অভিযোগ। বাস্তবে পুলিশ কুখ্যাত অভিযুক্তদের নাগালের সামনে যেতে পারে না বলেও অভিযোগ উঠছে।

কৃষি দফতরে পুনর্নিয়োগের ঢল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগর তলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে কৃষিজ কল্যাণই যখন সরকারের মূল লক্ষ্য। কৃষকের উন্নতিই যখন সরকারের আর্থিক ভিত্তি শক্ত করার আসল বুনিয়াদ তখন কৃষিকে কেন্দ্র করে সরকারের উন্নয়নমুখী ভাবনা বাস্তবায়িত হওয়ার কথা, কিন্তু পূর্বতন কৃষি দফতর তথা বর্তমানে কৃষক ও কৃষি কল্যাণ দফতর যেন পুরোনো দিকে ঘুরিয়ে হাঁটছে। দফতরের এক দক্ষ আধিকারিক থাকার পরেও বাম আমলের মার্কামার। জনাকয় আধিকারিকে চাকরি থেকে অবসরের পরেও পুনর্বাসনে টেনে আনা হয়েছে শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যে আধিকারিকরা পুনর্বাসন পেয়েই গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিতে শুরু করেছেন। এখন পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিককে

পুনর্নিয়োগ করেছে সরকার। যারা চাকরি জীবনের ২৫/৩০ বছর ধরে শুধু বাম বন্দনাই করে গেছেন, কাজের কাজ আর কিছুই করেননি। যে কারণে বাম আমলে কৃষি মুখুথুবেড়ে পড়েছিলো। এই আমলে দফতরের নাম বদল হলেও কর্মপদ্ধতিতে তেমন বদল আনতে পারেনি সরকার। কারণ, বাম কর্মী আধিকারিকরা প্রতি পদেই সরকারকে ল্যাং মারতে চেয়েছেন। এর পরেও নানাভাবে নানা উদ্যোগ নিয়ে সরকার কৃষিজ উন্নতির চেষ্টা জারি রেখেছে। কিন্তু অবসরেযাওয়া ব্যক্তিদেরকে ফের পুনর্নিয়োগ কেন? যেখানে সমগোত্রীয় অন্যান্য আধিকারিকরা রয়ে গিয়েছেন। জানা গেছে, কৃষি দফতরের এক শ্রেণির আধিকারিক মস্ত্রীকে ভুল বুঝিয়ে অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদেরকে ফের পুনর্নিয়োগের বন্দোবস্ত করেছেন।

ঠিক কি কারণে এদের পুনর্নিয়োগ এ নিয়ে কারো কাছে কোনও ব্যাখ্যা নেই। সুবীর কুমার ভৌমিক, অণু রায়, অরিন্দম বিশ্বাস, দীপঙ্কর দে, গৌতম মজুমদার, সংগ্রাম দাস, নীলমোহন বিশ্বাস, অরুণ ভট্টাচার্য, রাজীব চৌহান, সন্দীপ সোম, গোপাল মল্ল এবং তালিকায় আরও রয়ে গিয়েছেন। এদের প্রত্যেককেই অবসরের পর পুনর্নিয়োগ করেছে দফতর। যতদূর খবর, এই আধিকারিকদের বেশিরভাগেরই লক্ষ্য গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া। কারণ, এর পেছনে রয়েছে নানা রহস্য। জানা গেছে, এই ফেব্রুয়ারি মাসেই চাকরি থেকে অবসরে যাচ্ছেন যুগ্ম অধিকর্তা অনিল দেববর্মী এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অপূর্ব চক্রবর্তী। কিন্তু নানা মাধ্যমে ছক লাইন লাগিয়ে এদের দু'জনেই পুনর্নিয়োগের জন্য তদ্বির শুরু করেছেন এবং এরা

শীঘ্রই পুনর্নিয়োগ পাবেন বলে জানা গেছে। অথচ বাম আমলে এরা মস্তবড় ক্যাডার ছিলেন এবং এদের যন্ত্রণাতেই অনেকে অতিষ্ঠ ছিলেন। যে কারণে এই পুনর্নিয়োগকে কোনওভাবেই মেনে নিতে চাইছেন না দফতরের অন্যান্য কর্মী আধিকারিকরা। কিন্তু সরকারি ভাবে এদের পুনর্নিয়োগের জন্য উদ্যোগ নিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এর আগে প্রাক্তন অধিকতা ড. দেবপ্রসাদ সরকার রাজা সরকারকে ভুল বুঝিয়ে বাদবাকি এগারোজন কর্মেরডকে অবসরের পর পুনর্নিয়োগ করেছেন। এবার আরও দু'জনের উদ্যোগ চলছে। রাজ্যের বেকারদের চাকরি যখন অথৈজলে তখন সরকারের এই পুনর্নিয়োগের ঢেউ নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথেআহত ৫

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে অটো উল্টে আহত ৫ জন। শুক্রবার খোয়াই জবরাটিলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা। অটোটি কি কারণে উল্টে যায় তা জানা যায়নি। অটোতে ছিলেন মোট ৬ জন যাত্রী। আহত হন ৫ জন। এলাকাবাসী দুর্ঘটনা দেখে দমকল কর্মীকে খবর দেয়। দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহতদের মধ্যে বয়স্ক লোকজনও আছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা অনুযায়ী অটো চালক হঠাৎ ব্রেক কয়ে দেওয়ায় গাড়ি উল্টে যায়।

মৃতদেহ উদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। নিজ বাড়িতে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে। শুক্রবার বিকাল ৩টা নাগাদ ফটিকরায় থানাধীন গকুলনগর ২নম্বর ওয়ার্ডের অজিত দেব’র (৫০) ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তার পরিবারের লোকজন মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরবর্তী সময়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়ানাদদস্তুর জন্য পাঠায়। তবে কি কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন তা জানা যায়নি। মৃত্যুকালে অজিত দেব এক ছেলে, তিন মেয়ে এবং স্ত্রী’কে রেখে গেছেন। কিছুদিন আগেই তার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল।

আত্মহত্যার চেষ্টা চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধিঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি।। গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের কাঞ্চনমালা পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডের পঞ্চায়েত সদস্যের স্ত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করে এখন হাপানিয়া হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে। একজন পঞ্চায়েত সদস্যের স্ত্রী কেন এধরণের পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হলো? এপ্রশ্নে পাড়ার সাধারণ মানুষের মাঝে যেমন প্রশ্ন রয়েছে, তেমনি মহিলার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও রয়েছে প্রশ্ন। ঘটনার খবর সংগ্রহ করতেগিয়ে জনা গেছে, কাঞ্চনমালা পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডের সদস্য নারায়ণ দাসের স্ত্রী অনিমা দাস দীর্ঘদিন ধরেই তার দুই ছেলের সাথে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য চা্ছিল। একসময় মতপার্থক্য রীতিমতো শত্রুতার সূত্রপাত করে। পরিবারের কর্তৃহিসাবে বিষয়টি সমাধানের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করে নারায়ণ দাস। ছেলেদের এবং ছেলের বৌদেরও বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউ নারায়ণ দাসের কথাকে কর্ণপাতও করেনি। এঘটনার পর ভেঙে পড়েন নারায়ণ দাস ও তার স্ত্রী অনিমা দাস। গত তিন দিন ধরে অনিমা দাস খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেন। অন্যান্য দিনের মত ফের অনিমা দাসের সাথে তাঁর ছেলের বৌ রা ঝগড়া ঝাটি শুরু করে। এক সময় ক্ষোভে দুঃখে অনিমা দাস বাড়িতে থাকা কীটনাশক পেঁয়ে ফেলে। চেষ্টা করে আত্মহত্যার জন্য। খবর পেয়ে পাড়ার মানুষ ছুটে আসে। বিশেষ না করে হাপানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয় অনিমা দাসকে। জানা গেছে, অনিমা দাস মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

ভিশন ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবিতে মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা/চু বাইবাড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন তেজি হচ্ছে বামোদেব। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর ধরে বসে যাওয়া বাম নেতা-কর্মীরা এখন মাঠে নেমে পড়েছেন। তারা ২০২৩ সালের নির্বাচনকে পাখির চোখ করেছেন। তাই রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘিরে ধরার সুযোগ থাকলেই রাস্তায় মিছিল নিয়ে নেমে পড়ছেন। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ‘বিজেপি’র প্রকাশিত নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিপত্র তথা ভিশন ডকুমেট এখন বামদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের মূল হাতিয়ার। কারণ তাদের অভিযোগ, বিজেপি একটি প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেনি। এদিন ফের বামেরা ভিশন ডকুমেন্টের

প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবিতে মিছিল করে। শুক্রবার বামদের মিছিল দেখা গেল উত্তর জেলার কদমতলায়। সিপিআইএম জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্ত এবং বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনের নেতৃত্বে মিছিল করে তারা ৭ দফা দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করেন রুক। সিপিআইএম রাজনগর ও রঞ্জননগর অঞ্চলের উদ্যোগে এদিন গণ ডেপুটেশন প্রদান করা হয় কদমতলা রুক অধিকারিকের উদ্দেশে। রুক অধিকারিকের অনুপস্থিতিতে পঞ্চায়েত অফিসারের কাছে দাবিগুলির প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হয়। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বর্তমান বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকল প্রকার ভাতা দু’হাজার টাকা করা, সেই প্রতিশ্রুতিতে বছরে দুইশো দিনের

কাজের সুযোগ, এমজিএনরেগায় ভূয়ো ওয়াক্ অর্ডারে দুর্নীতি বন্ধ করা, মুখামন্ত্রী’র স্বনির্ভর প্রকল্পে সহায়তা প্রাপক পরিবারের তালিকা প্রকাশ করা প্রভৃতি। ডেপুটেশন গ্রহণ করে পঞ্চায়েত অফিসার হেলাল উদ্দিন জানান, অতিসত্বর তাদের সদুত্তর দেওয়া হবে। এদিকে, এই ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম উত্তর জেলা কমিটির সম্পাদক অমিতাভ দত্ত, এলাকার বিধায়ক ইসলাম উদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তারপর দলীয় কার্যালয় থেকে তাদের নেতৃত্বে ছিল কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এক বিশাল মিছিল বের হয়। কদমতলা বাজার পরিক্রমা করে পুনরায় দলীয় অফিস এসে বাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাম নেতৃত্ব শাসক দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি সহ আইন শৃঙ্খলার অবনতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।

বাম ছাত্র-যুবাদের প্রতিবাদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় বাজেট ছাত্র-যুব কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থে নয় কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষা করবে।এ বাজেট শুধুমাত্র বড়লোকদের জন্য। এমনটাই স্পষ্ট বক্তব্য উঠে এলো ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফোরেশন এবং ভারতের ছাত্র ফে্ডারেশনের তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পথসভা থেকে। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য রাজনীতিতে গরম হাওয়া বইছে। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের পর প্রায় চার

বছর হতে চলেছে। সামনেই ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচনে নিজদের শক্তি জাহির করতে সিপিআইএমের বিভিন্ন গণসংগঠনগুলি মাঠে নেমে পড়েছে। এই অঙ্গ হিসেবে দুটি সংগঠনের তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ১নং ওয়ার্ডে পথ সভার আয়োজন করা হয়। পথসভায় উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য কমিটির সদস্য টুটন দেব, সংগঠনের তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির

সম্পাদক রঞ্জু দাস, এসএফআই রাজ্য কমিটির সদস্য মন্দাকান্ত নাথ চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। আলোচনা করতে গিয়ে প্রাক্তন ছাত্র নেতা সুবীর সেন বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এবারের বাজেট যুবকদের বিরোধী, ছাত্র বিরোধী এবং শ্রমিক বিরোধী।এ বাজেট শুধু বড়লোকদের স্বার্থে। শুধু তাই নয়, বর্তমান রাজ্যের দুরবস্থা সহ রাজ্যে আইনের শাসন নেই। বিভিন্নভাবে ছাত্র-যুবদের উপর আক্রমণ, হামলা হুজ্জতি হচ্ছে। অথচ পুলিশ-প্রশাসন নীরব।

উপার্জনের অবলম্বন নিয়ে গেল চোরের দল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে রাজ্যবাসী। প্রতিদিন রাজ্যজুড়ে এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ অস্তিত্ব হয়ে পড়েছে। গোটা রাজ্যের সাথে বিশালগড়েও চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িরেছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিশালগড় লক্ষ্মীপুর এলাকার বাসনা দাসের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়ে তিনটি গবাদি পশু চুরি করে নিয়ে যায়। শুক্রবার সকালে এ ঘটনা পেতে পেয়ে বাসনা দাসের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। শুধুমাত্র পশুপালন করেই তাদের সৎসার প্রতিপালন করে আসছে। পরবর্তী সময় বাসনা দাস ও পরিবারের লোকেরা বিশালগড় থানায় খবর পাঠায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। যদিও বিশালগড় এলাকায় দিনের পর দিন চুরি-ছিনতাইসহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়েই চলেছে, যা দমন করতে পুলিশ বাবুরা ব্যর্থ বলে অভিযোগ উঠে আসছে বাসনা দাস’র পরিবার জানিয়েছে, বিশালগড়ে নবনির্মিত বাইপাস হওয়ার পর চুরি-ছিনতাই দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু পুলিশকে জানিয়ে কোনো কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। যার ফলে খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ এ ঘটনার সৎ যুক্তদের কবে নাগাদ পাকড়াও করতে সক্ষম হয়।

বেহাল দশায় ছাত্রী নিবাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নতুনবাজার, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। শিলাছড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসটি খুবই বেহাল দশায় আছে। দূর-দুরান্তের ছাত্রীরা সেখানে থেকে পড়াশোনা করে। কিন্তু বিস্তৃংটি অনেকে পুরোনো হওয়ায় তারা এখন যথেষ্ট আতঙ্কিত। এক কথায় জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ছাত্রীরা বসবাস করছে। ছাত্রী নিবাসের কোন বাউজরি নেই। চারদিকে নাম রকমের যে প্রাচীর আছে তা খুবই নড়বড়ে। ছাত্রী সংখ্যার তুলনায় ঘরও তেমন



নেই। তাই একই ঘরে ৭ থেকে ৮ জনকে থাকতে হচ্ছে। এতে করে তাদের পড়াশোনাতেও ব্যাঘাত ঘটছে বলে অভিযোগ। তাছাড়া হোস্টেলের সিলিং পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। শীতে কিংবা গরমে ছাত্রীদের খুবই সমস্যা হয় বলে তারা জানিয়েছেন। সমস্যাগুলি স্বীকার করেছে জেলা উত্তরণের প্রধানশিক্ষিক। তবে তিনি চাইছেন দফতর যেন অতি দ্রুত ছাত্রী নিবাসটি সংস্কার করে। কারণ, ছাত্রীরা বিভিন্ন সময় তার কাছে গিয়েই অব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ করে। তিনি বিষয়গুলি নিয়ে উপ্ৰতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেছেন বলেও জানান। কিন্তু এখনও কোন সংস্কার কাজে হাত লাগানো হয়নি।

যোগীর সরকারকে টাকা দিতে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে বিক্ষোভকারীদের থেকে কোটি কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ সংগ্রহ করেছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। ক্ষতিপূরণের সেই টাকা শুক্রবার যোগী আদিত্যনাথের সরকারকে ফেরাতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি সুব্র কান্তের বেস্ব বলে যে, রাজ্য সরকার অভিযুক্ত প্রতিবাদকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা কোটি কোটি টাকার পুরোটাই

ফেরত দিতে হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে উত্তরপ্রদেশ রিকভারি অফ ডায়মিজেস টু পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট এম্পাটি আইনের অধীনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে আদালত। সিএ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের পর থেকে উত্তরপ্র হয়ে পড়েনি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা। এর পরই এই বিক্ষোভ দমন করতে কটোর পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছিল

যোগী সরকার। বলা হয়েছিল, এই বিক্ষোভে জড়িত ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা হবে। এমনকী, বিক্ষোভকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে নোটিশ পাঠিয়েছিল রাজ্য সরকার। টাইবুন্সালের প্রধান পদে থাকা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিভিন্ন জেলায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষতি পূরণকারীদের জন্য ২৭৪টি নোটিশ জারি করেছিলেন। আর লখনউতে বিক্ষোভকারীদের জন্য ৯৫টি নোটিশ জারি করা হয়েছিল।

আইজিএম’র লিফট অচল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। আবারও অচল হয়ে পড়লো আইজিএম’র লিফট। হাসপাতালটির ডায়ালেসিস বিভাগটিতে আসা-যাওয়া করতে লিফট প্রয়োজন। কিন্তু লিফটটি অচল থাকায় ডায়ালেসিসের রোগীদের কষ্ট করে সিঁড়ি বেয়ে উঠা-নামা করতে হচ্ছে। গত ৫-৬ মাস ধরেই এই লিফটি বেহাল অবস্থায়। প্রায়ই হাসপাতালের লিফটটি অচল হয়ে পড়ে। রোগী এবং তাদের পরিজনরা এই লিফটের জন্য সব সময় দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু এসবের পরও লিফট ঠিকমতো মেরামত করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এদিকে ক্ষোভ দেখিয়েছেন রোগীর পরিজনরাও। তাদের বক্তব্য, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে অনেকবার লিফট ঠিক করতে দাবি করেছি। রোগীদের কথা শোনা হয় না। উল্টো রেগে যান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এর আগেও রাজ্যের অন্যতম প্রধান হাসপাতাল আইজিএম-এ রোগীদের সিঁড়ি বেয়ে উঠা-নামা নিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে। প্রতিনিয়তই রোগী এবং তাদের পরিজনরা এনিয়ে ক্ষোভ দেখিয়ে থাকেন। অথচ রোগীদের কথা শোনার কেউ নেই। অন্যতম প্রধান হাসপাতালটির এই অবস্থা দেখে অনেকে অবশ্য মন্তব্য করেন ডবল ইঞ্জিনে একটি লিফট সারাই করার মতো টাকা হচ্ছে না—এটা হতে পারে না। সম্ভবত টাকা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

পুলিশকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান নাগরিক সমাজের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কেল্লাসহর, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। একের পর এক চুরির ঘটনায় অস্তিত্ব হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ এলাকার সচেতন নাগরিকরা। উল্লেখ্য, কেল্লাসহর পুর পরিষদের বিভিন্ন এলাকায় চোরদের তালুব সাীমাহীন মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কেল্লাসহর পুর পরিষদ এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যায় কোনো না কোনো সরকারি প্রতষ্ঠান কিংবা গৃহস্থের বাড়িতে হানা দিচ্ছে চোরের দল। শুধুমাত্র মঙ্গলবার ও বুধবার দু’দিনে দুটি বিদ্যালয় সহ বেশ কয়েকটি বাড়িতে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেল্লাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অফিসের পাশেই একের পর এক চুরি সংঘটিত হলেও এ বিষয়ে পুলিশের কোনো হেলাদোল নেই বলে অভিযোগ। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে কেল্লাসহর পুর পরিষদের ২ নং ওয়ার্ডের সচেতন নাগরিকদের প্রতিনিধিদল কেল্লাসহর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। শরৎের পুলিশি টহল বাড়ানো, গভীর রাতে যানবাহনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সহ থানা এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এদিনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারিক নির্মল কান্তি সিনহা, প্রাক্তন কাউন্সিলর নচিকেতা গোস্বামী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কুমার ভট্টাচার্য, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী অনুপ ভট্টাচার্য, শিক্ষক হিমাংগু নন্দী, ঠিকাদার দুলাল ভট্টাচার্য ,আইনজীবী স্বপ্নন দাস সহ অন্যান্যরা।

পরিষেবা উন্নত করার দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই,১৮ ফেব্রুয়ারি।। জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নে একাধিক দাবি নিয়ে সরব হল ডিওয়াইএফআই। জেলা হাসপাতালে ডায়ালিসিস ইউনিট অতিসত্বর চালু করা, রেডিওলজিস্ট নিয়োগ করে দ্রুত সোনোগ্রাফি মেশিন চালু করা, দুই বছরের অধিক সময় ধরে বিকল হয়ে পড়ে থাকা ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন দ্রুত সারাই করা সহ বিভিন্ন দাবিতে খোয়াই হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল ডিওয়াইএফআই। শুক্রবার ডিওয়াইএফআই’র তরফে চার জনের এক প্রতিনিধিদল জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারের সাথে সাক্ষাৎ করে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নে আট দফা দাবি সনদ মেডিকেল সুপারের হাতে তুলে দেন। অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে জেলা হাসপাতালের জরুরি ভিত্তিতে চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা, হাসপাতালে বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের ব্যবস্থা করা, ব্লাড ব্যাঙ্ক-সহ জেলা হাসপাতালের সর্বত্র পরিশোধিত পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও জেলা হাসপাতালে নিয়মিত পরিকল্পা-পরীক্ষমতার বিষয়ে যত্ববান হওয়া। জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার দাবি সনদগুলির সহমত পোষণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস প্রদান করেন। এদিনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের বিভাগীয় সম্পাদক গৌতম পাল, বিভাগীয় সভানেত্রী মল্লিকা শীল, যুবনেতা সুব্রত দেব ও সঞ্জয় নন্দী।

প্রতিবাদী কলম
খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ
৩7085917851

হাই কোর্ট তার পরবর্তী সিদ্ধান্তে আসা পর্যন্ত কর্ণটিক রাজ্যের শিক্ষাদনে হিজাব পরে যাওয়া যাবে না বলে জানানো হয় একটি অন্তর্বর্তিকালীন নির্দেশে। তার পরেও অবশ্য বিভিন্ন কলেজে হিজাব আন্দোলন দেখা গিয়েছে। কর্ণটিক হাইকোর্টে চলা হিজাব মামলার শুনানি মুলতুবি রাখা হল শুক্রবার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধের নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেছেন উদুপির সরকারি কলেজের এক ছাত্রী। সরকার পক্ষের আইনজীবী আদালতের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আরও সময় চেয়ে নেন। তবে এ দিন আদালতে বেশ কয়েকটি মন্তব্য করেছেন কর্ণটিক রাজ্যের আডভোকেট জেনারেল। মোট তিনটি বিষয়ে মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, “আমাদের প্রথম পর্যালোচনা, হিজাব নিষিদ্ধের বিষয়টি শিক্ষা সংক্রান্ত আইনের

ভারত-বাংলাদেশের যৌথ কমিটি



প্রেস রিলিজ, সাতক্ষ, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযুক্তিগত কমিটির সদস্যগণ শুক্রবার সাতক্ষের ফেপি নদীর পাড়স্থিত পানীয় জলের প্রকল্প ও সেচ প্রকল্পগুলি পরিদর্শন করেন। সকাল সাড়ে ১০টায় মেট্রী সেতু দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলটি ভারতে এলে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সাঝু ওয়াহিদ তাদের

স্বাগত জানান। সাতক্ষ মহকুমার মহকুমাশাসক দেবদাস দেববর্মী, সেচ সল্লগ এলাকার ফেপি নদীর পাড়স্থিত নির্মীয়মণ জলের প্রকল্পের ও সেচ প্রকল্পের স্থান পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশ থেকে ছিলেন বাংলাদেশ জল উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রামের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ রমজান আলি প্রামানিক, বাংলাদেশে যৌথ নদী কমিশনের সদস্য মোঃ মাহমুদুর

রহমান-সহ ১২ জনের প্রতিনিধিদল। দু’দেশের প্রতিনিধিগণ মেট্রী সেতু সংলগ্ন এলাকায় ফেপি নদীর পাড়স্থ নির্মীয়মণ জলের প্রকল্পের ও সেচ প্রকল্পের স্থান পরিদর্শন করেন। প্রকল্পগুলির প্রকৌশলগত দিক নিয়ে দু’দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হয়। দু’দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

চোখের জলে বিদায় জওয়ান গৌতমের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। সিআরপিএফ জওয়ান গৌতম সিনহা’র অকাল মৃত্যুতে শোকের আবহ বিরাজ করছে ধর্মনগর কালাছড়া ব্লকের অন্তর্গত নদীপুর গ্রামে। গৌতম সিনহা মহারাষ্ট্রে কর্মরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। শুক্রবার সকালে তার নিখর দেহ সিআরপিএফ জওয়ানরা নদীপুরস্থিত নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে আগে থেকেই আত্মীয়পরিজন এবং এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন। মৃতদেহ বাড়িতে আনার পর সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েন। যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রয়াত জওয়ানের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে গৌতম সিনহা দুটি ছোট সন্তান, স্ত্রী এবং বৃদ্ধ মা-বাবাকে রেখে গেছেন। সিআরপিএফ’র আধিকারিক জানান, গৌতম সিনহা মহারাষ্ট্রে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মহারাষ্ট্রের আহেরি থেকে নাগপুরে তার মৃতদেহ নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে বিমানে করে মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় ধর্মনগরে। সিআরপিএফ’র তরফ থেকে আশ্রুত করা হয়েছে তারা সর্বদা প্রয়াত জওয়ানের পরিবারের পাশে থাকবেন। এক কথায় এদিন গৌতম সিনহা’র মৃত্যুতে এলাকার মানুষও কঁেদছেন। কারণ, তার মৃত্যুতে পরিবারটি একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছে।

ভিআইপি জোনে

বন্যপ্রাণীর মৃতদেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ব্যাঘ্র শাবকের মতো দেখতে এক বন বেড়ালের রক্তাভ মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। উদয়পুর ডাকবাংলা রোডস্থিত জেলা শাসকের সরকারি আবাসের সামনে বন বেড়ালের রক্তাভ মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ বন বেড়ালের মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। আর এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে উদয়পুর বন দফতরের কর্মীদের খবর দেন। এদিকে ঘটনা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে ভিড় জমান পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন। এদিকে অভিযোগ, প্রথম অবস্থায় বন দফতরের কর্মীরা টালবাহানা করলেও পরবর্তীতে একপ্রকার চাপের মুখে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে বেড়ালকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। গাড়ি চাपा পেউই বন বেড়ালের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন সবাই। তবে প্রশ্ন উঠছে উদয়পুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে ভিআইপি জোন এলাকায় বন বেড়াল কোথা থেকে এলো ?

প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খেলেন মা-ছেলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। দোকানের তাল ভাঙার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন মা-ছেলে। ঘটনার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিশ্রামগঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয়েছেন আক্রান্তরা। শুক্রবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত বড়জলা গ্রামে এই ঘটনা। অমরচাঁদ দেবনাথ তার দোকানে তালা দিয়েছিলেন। প্রতিবেশী অজয় দেবনাথ ছুটে এসে দোকানের তাল ভেঙে ফেলে দেয়। তখন অমরচাঁদ দেবনাথ এর প্রতিবাদ করেন। অভিযোগ, অজয়, বিজয় এবং জীবন দেবনাথ এসে তাকে মারধর করে। খবর পেয়ে অমরচাঁদ দেবনাথের বৃদ্ধা মা ছুটে আসেন। তিনি তাদেরকে বাধা দিতে গেলে আক্রান্ত হন। অভিযোগ, বৃদ্ধা দেববালা দেবনাথকে তিনজন মিলে মাটিতে ফেলে মারধর করে। পরবর্তী সময় আক্রান্ত মা-ছেলে বিশ্রামগঞ্জ থানায় ছুটে আসেন। তবে এর আগে তাদের চিংকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তারাই মা-ছেলেকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করেন। জানা গেছে, দোকান নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে অনেকদিন ধরেই ঝগড়া চলছে। স্বাভাবিক কারণে এদিন অমরচাঁদ দেবনাথ দোকানে তালা খুলিয়ে দেওয়ায় প্রতিপক্ষের সদস্যরা রেগে যান। তারা অমরচাঁদ এবং তার মাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত মা-ছেলে এখন ঘটনার বিচার চাইছেন।

অ্যাসিড হামলার শিকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি।।এতদিন মহিলারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যাসিড হামলার শিকার হয়েছেন। কিন্তু শুক্রবার রাতে বিলোনিয়ার চিত্রামারা এলাকায় ঘট্টে গেল সম্পূর্ণ উন্টো ধরনের ঘটনা। সেখানে একজন মহিলার হাতে অ্যাসিড হামলার শিকার হন বিশ্বজিৎ দত্ত। তার বাড়ি বনকর এসবিসিনগর এলাকায়। বিশ্বজিৎ দত্তের অভিযোগ, মুখে রাবার প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত অ্যাসিড ছুড়ে মারা হয়। তার কথা অনুযায়ী এদিন রাত ৭টা নাগাদ তিনি চিত্রামারা মা কালী ইউটভাটা সংলগ্ন এক মহিলার বাড়িতে আসেন। কারণ তাদের কাছে তিনি টাকা পাওনা আছেন। বিশ্বজিৎ দত্তের কথা অনুযায়ী মহিলাই নাকি তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে যান। এরপরই টাকা দেওয়ার কথা বলে উন্টো মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারে। তবে এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী ঘটনার পেছনে অন্য কোন কারণ লুকিয়ে থাকতে পারে। কেউ কেউ বলছেন, বিশ্বজিৎ দত্ত অন্য কোন কারণে মহিলার বাড়িতে গেছেন। কিন্তু তিনি এখন আক্রান্ত হয়ে উন্টো মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। যদিও বিলোনিয়া থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে। তারা বিশ্বজিৎ দত্তের বয়ান নিয়েছেন। ঘটনা নিয়ে ওই মহিলার কোন বক্তব্য জানা যায়নি। পুলিশের তদন্তেই এখন স্পষ্ট হতে পারে কি কারণে বিশ্বজিৎ দত্তের উপর অ্যাসিড নিক্ষেপ করা হয়েছে।

CLAIMANT NOTICE <p>Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.</p>					
Sl. No.	Name of Article	Regist-ration No.	Engine No. & Chassis & No.	Date & Time of seizure	By Whom
01	TATA 407	TR01AE-1792	Engine No :- Nil & Chassis No :- Nil	09.02.2022 at 12 : 10 pm	Sri Priyalal Sen, Fr, A/o FPU Sadar
<p>Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing of which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be taken ex-parte.</p> <p>Issued under my seal and signature of this day on.15/02/2022</p> <p style="text-align: right;">Sd/- Illegible (P. Chakraborty, TFS) Sub Division Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala</p> <p>ICA/D-1825-22</p>					

SHORT NOTICE INVITING TENDER	
Sealed tenders in plain paper are hereby invited from the owner of vehicle for hiring of 01(One) number of Bolero (A/C-Diesel/Petrol) hired on contract basis for the period 01(One) year for office of the Sabroom Nagar Panchayat, South Tripura as per specifications and terms & conditions laid down in 'Annexure-I'.	
The Sealed tenders will be received up to 3.00 PM on 7th March' 2022 in the Tender Box at Sabroom Nagar Panchayat office, Sabroom South Tripura by speed post or registered post or courier service only. Details of specification and terms & conditions of the aforesaid tender are available in the Development Section of this office and in our official website. Interested Tenderers / Bidders are requested to visit the said website or contact the Development Section of this office during office hours on any working day.	
ICA/C-3785-22	Sd/- Illegible Executive Officer Sabroom Nagar Panchayat Sabroom, South Tripura

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER WEST TRIPURA: KHUMULWNG	
No. F. 81 (6)/PO(H)/ADC/06(L)/2020/1185	Dated 18/02/2022.
Employment Notification	
Application(s) in plain paper are invite from the Indian National for appointment to the post of Staff Nurse on purely contract basis under the Health Department of the TTAADC.	
1. Number of Post: - 10 (Ten).Nos.	
2. Emolument payable is consolidated fixed pay of Rs. 17,500/- per month. No other allowance / incentives will be provided.	
3. Qualification :- B.Sc. Nursing/ GNM nursing/ANM/Degree/Diploma certificate for Nurse from any recognized Medical College/Institution.	
4. Age:- 18 up to 40 (forty) years as on 31-01-2022 upper age is releaxable by 5 (five) years in case of ST & SC candidates.	
5. Preference will be preferable inhabitants of TTAADC area and well know-ing KOKOBOROK language.	
The Application should contain the following information:	
i) Name of Post :-	
ii) Name of applicant (In block Letter):-	
iii) Father's / Husband's Name :	
iv) Permanent Address :	
v) Present Address to which communication to be made with contact number :-	
vi) Qualification :-	
vii) Date of Birth :-	
viii) Present age :-	
ix) Nationality :-	
x) Whether SC/ST :-	
The intending candidates may bring application address to the Addl. Chief Executive Officer, TTAADC, Khumulwng, Jirania, west Tripura 799045 enclosing photo copies of mark-sheet of educational qualifications, nursing passed certificate, internship Registration certificate, caste certificate, age proof certificate and Nationality certificate with his / her application.	
The application should be submitted from 19/02/22 to 23/02/2022 during the office hour on working days in the Office of the PO (Health), TTAADC, Khumulwng.	
TTAADC/ICA&T/C-74/2022	
Sd/- Illegible Addl. Chief Executive Officer TTAADC, Khumulwng.	

রড চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। বাড়ি নির্মাণের জন্য কেনা দেড় লক্ষ টাকার রড হাতিয়ে নিয়ে গেল চোরের দল। শুক্রবার বিকেলে জম্পুইজলা রকের পাথারিয়াঘাট ভিলেজের আশোক দেববর্মার বাড়িতে এই ঘটনা। আশোকবাবু নতুন বাড়ি নির্মাণ করছেন। তাই প্রচুর পরিমাণে নির্মাণ সামগ্রী কিনেছেন। এদিন দুপুরে তার বাড়িতে কেউ ছিলেন না। সেই সুযোগে চোরের দল হানা দিয়ে দেড় লক্ষ টাকার রড নিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময় বাড়ি ফিরে মালিক ঘটনাটি টের পান। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও রড উদ্ধার হয়নি। তাই বিশ্রামগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আশোক দেববর্মা। বিশ্রামগঞ্জ এবং বিশালগড় থানা এলাকায় প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটছে। স্বাভাবিক কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে জনগণ।

ফেন্সিডিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরিবাড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। অসম থেকে রাজ্যে প্রবেশের মুখে প্রায় ৩ হাজার ফেন্সিডিদের বোতল আটক করে পুলিশ। অসম-চুরিবাড়ি থানার পুলিশের হাতে নেশা সামগ্রী-সহ আটক দু’জন। এসম ২৫ইসিও৩৬৯ নম্বরের কন্টেইনার লরিতে তল্লাশি চালিয়ে ১০ কার্টনে ৩ হাজার ফেন্সিডিলের বোতল উদ্ধার করা হয়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা হবে। এই ঘটনায় অসম পুলিশ ওই লরির চালক নিনরুই বনম (৩৩) এবং সহচালক কিন্দর নগরুমকে (২২) আটক করে। তাদের বাড়ি মেঘালয়ের শিলং-এ। জানা গেছে, অন্য পণ্য সামগ্রীর আড়ালে ফেন্সিডিন আগরতলায় নিয়ে আসা হচ্ছিল। অসম পুলিশের জেরায় চালক জানায়া, শলিৎ তার পর শিলচরে কিছু সামগ্রী আনলোড করেছিল। তারপর সেখান থেকে লরিটি আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যদি অসম পুলিশ লরিতে তল্লাশি না চালাতো তাহলে হয়তো নেশা সামগ্রী নিয়ে তারা আগরতলায় পৌঁছে যেতো। পুলিশের কড়া নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও বারবার নেশা সামগ্রী আটক হচ্ছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট যে নেশা কারবার কোনভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না।

যুবকদের মারপিট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। মোবাইল বিবাদের জেরে মারপিটের ঘটনা অমরপুর চন্ডিবাড়ি এলাকায়। শুক্রবার বিকালে মোবাইল নিয়ে প্রথমে বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। পরে ঘটনটি মারপিটের রূপ নেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন অমরপুর বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। আটক করা হয় বেশ কয়েকজন যুবককে। তাদের সকলকে বীরগঞ্জ থানা এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। আক্রান্ত যুবক জানায়, ১৫-১৬ জন মিলে তাকে মারধর করে। হামলাকারীরা সবাই তার বন্ধু।

প্রয়াত বাম নেতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। প্রয়াত সোনামুড়া দুর্গাপুরের সিপিআইএম নেতা ফিরোজ (হিরন) মিঞা। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। শুক্রবার সকাল ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিঃ শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন মেম্বর। তার প্রয়াণে সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা কমিটি ও সোনামুড়া পশ্চিম লোকাল কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করেও পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানায়। প্রয়াতের বাড়ি গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান পাটির রাজা কমিটির সদস্য সামসুল হক, জেলা সম্প্রদাকমন্ডলীর সদস্য বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, মহকুমা সম্প্রদকমন্ডলীর সদস্য অহিদুর রহমান, পাটি লোকাল সম্প্রদকদ্বয় অধীর চৌমিক,কাউসার আহমেদ সহ পাটির অন্যান্য নেতৃৃৃৃ।

নির্যাতিতা স্ত্রী, আটক হলেন স্বামী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। গাইস্থা হিংসার ঘটনা প্রায়ই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খবরের শিরোনামে উঠে আসছে।এ ধরনের ঘটনা সমাজের নগ্নচিত্রকে আবারো তুলে ধরলো। আবারও বধু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলো তেলিয়ামুড়া থানাধীন কড়ইলং এলাকায়। ১০ বছর পূর্বে শান্তিনগর এলাকার এক যুবকের সাথে একই এলাকার যুবতির সামাজিকভাবে বিয়ে হয়েছিল। বর্তমানে তাদের একটি ৯ বছরের পুত্র সন্তানও আছে। অভিযুক্ত যুবক পেশায় রাজমিস্ত্রি। অভিযোগ, বৈবাহিক জীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই সে প্রায় প্রতিদিনই অকষ্ট মলপান করে স্ত্রী এবং সন্তানের উপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালায়। দীর্ঘদিন ধরেই তার নির্যাতন সহ্য করে আসছে স্ত্রী। অবশেষে নির্যাতন সহ্য করতে না

শক্তি দেখালেন পূজন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে। এক দল ছেড়ে অন্য দলের পতাকা হাতে নেওয়ার কর্মসূচি শুরু হয়ে গেছে। ঠিক একইভাবে শুক্রবার উনকোটি জেলার পেঁচাচর থল কমিউনিটি হলে টিডিএফ’র পক্ষ থেকে যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। যোগদান সভায় পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আগত ৪০০ পরিবারের এক হাজারেরও বেশি ভোটার বিভিন্ন দল ভাগ করে টিডিএফ দলে যোগদান করেন বলে দাবি দলের নেতাদের। যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন টিডিএফ’র রাজা সভাপতি পূজন বিশ্বাস, টিডিএফ’র রাজা ওয়র্কিং প্রেসিডেন্ট পূর্ণিতা চাকমা, টিডিএফ’র রাজা নেতৃত্ব পরিমল দেববর্মা, সংগঠনের উনকোটি জেলা সভাপতি আবদুল মতিন। যোগদান কর্মসূচি ছাড়াও সভায় বেকারদের চাকরি প্রদান সহ মোট ১০ দফা দাবি নিয়ে সরব হন টিডিএফ’র কর্মীরা। তারা বর্তমান শাসক দলের নীতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন।

পেরে বৃহস্পতিবার রাতে নির্যাতিতা তেলিয়ামুড়া থানার দ্বারস্থ হন। নির্যাতিতার অভিযোগ পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সঙ্গেসঙ্গে অভিযুক্ত স্বামীকে তার কড়ইলংস্থিত ভাড়াবাড়ি থেকে আটক করে নিয়ে আসে।এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জানায়,

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বর্তমান সভ্য সমাজে তেলিয়ামুড়া শহরে বধু নির্যাতনের এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এখন এটাই দেখার বিষয়, বধু নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে পুলিশ কি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ভগ্নদশায় কৃষি বীজাগার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমা তত্ত্বাবধায়কের অন্তর্গত তুইসিন্দ্ৰাই গ্রামের কৃষি বীজাগারের অবস্থা খুবই করণ্ণ। বীজাগারের বিপ্লিংটি ভগ্নদশায় পড়ে আছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এ বিষয়ে কৃষি মহকুমা আধিকারিক রাজীব দেব’কে প্রশ্ন করা হলে তিনিও বিষয়টি স্বীকার করেন। এদিকে কৃষি দফতরের কর্মীরা জানান, বীজাগারের অবস্থা বেহাল হওয়ার কারণে সামান্য বৃষ্টি হলেই ভেতরে জল ঢুকে যায়। এমনকী ভেতরে থাকা সার ও কীটনাশকও নষ্ট হয়ে যায়। জানা গেছে, বীজাগার নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেন নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি তা কেউই বলতে পারছেন না। বরং স্থানীয়দের তরফ থেকে কৃষি আধিকারিকের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে। কারণ, তাদের বক্তব্য, আধিকারিক সঠিক সময়ে কর্মস্থলে আসেন না। কৃষকরা বিভিন্ন সময় অফিসে এসে খালি হাতে ঘুরে চলে যান। অনেক কৃষকই ক্ষতিপূরণ নেওয়ার জন্য অফিসে আসছেন। কিন্তু তারা কোন সাহায্য সহযোগিতা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

MEMORANDUM <p>The Notice Inviting Quotation (NIQ) vide No.F13(17)-RD/TRLM/2020/9131-34 dated 22/01/2022 was issued for Hiring of "Agency for Impact studies of the DDU-GKY trained candidates" under Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM) is hereby cancelled due to unavoidable circumstances.</p>	
ICA/C-3794-22	Sd/- Illegible (Dr. Vishal Kumar, IAS) Chief executive Officer Tripura Rural Livelihood Mission
NOTICE INVITING e-TENDER <p>NleT No. F. 23(34)-Agri(FM)/MOP/2021-22/2471, dtd 09-02-2022</p> <p>On behalf of Govt of Tripura, the Department of Agriculture & Farmers Welfare invites an e-Tender in two-bid system (Technical & Financial) from the bonafied importers authorized by the Central/State Government upto 16:00 Hrs of 03-03-2022 for "Supply of 5300 MT MOP Fertilizer during 2022-23".</p> <p>• Estimated Tender Value : - Rs. 10,50,00,000/-</p> <p>• EMD : : Rs. 10,50,00,000/-</p> <p>• Tender Fee : : Rs. 5,00,00/-</p> <p>• Bid submission end date & time :- 03-03-2022 upto 16:00 Hrs.</p> <p>For details visit website www.tripuratenders.gov.in.</p>	
ICA/C-3780-22	Sd/- Illegible (Saradindu Das) Director of Agriculture Tripura

**GOVERNMENT OF TRIPURA
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER (NIT)**

PNIT No.:- 27/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22

Dated, 17-02-2022

The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites **online percentage rate e-tender** for the following works :-

1. Name of work : Mtc. of road under PWD (R&B)Panisagar Sub-Division during the year 2021-22/ SH: Patch WBM, Patch carpeting. Grouting and side berm lowering etc. on Uptakhal - Krishnapur road. **DNIT No.:** **79/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22.** Estimated Cost : **Rs.23,87,139.00** Earnest Money:- **Rs.47,743.00** Time for completion:-**90 (Ninety) Days**
Bid fee : **Rs.1000.00**

2. Name of work : Mtc. of road under PWD (R&B) Panisagar Sub-Division during the year 2021-22/ SH: Patch WBM, patch carpeting, grouting and side berm lowering etc on Krishnapur Bazar to Mangalkhalil Jubarajnagar road. **DNIT No.:** **80/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22.** Estimated Cost : **24,03,663.00** Earnest Money :- **Rs. 48,073.00** Time for completion:-**90 (Ninety) Days**
Bid Fee : **Rs.1000.00**

3. Name of work : Mtc. of roads during the year 2021-22/ SH: Replacement of damaged spun pipe culvert by construction of Box cell culvert (2.00 X 2.00 Mtr) with wing walls on Lalcherra to Dastilla PWD road at Ch.0.45 KM under PWD (R&B) Kadamtala Sub-Division. **DNIT No.:** **81/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22.** Estimated Cost : **Rs.15,84,288.00** Earnest Money :- **Rs.31,686.00** Time for completion:-**90 (Ninety) Days**
Bid Fee :- **Rs.1000.00**

4. Name of work : Mtc. of road Ichailacherra to Dastilla from Ch 0.00 to 1.10 KM under Kalacherra Block area under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala/ SH: GSB, metalling, grouting, carpeting, stone seal coat, etc during the year 2021-22. **DNIT No.:** **82/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22.** Estimated Cost : **Rs.24,25,760.00** Earnest Money :- **Rs.48.515.00** Time for Completion :-**120 (One hundred twenty) Days**
Bid Fee :- **Rs.1000.00**

5. Name of work : Mtc. of road ichallacherra to Dastilla from Ch 1.10 to 2.40 KM under Kalacherra Block area under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala/ SH: GSB, metalling, grouting, carpeting stone seal coat, etc during the year 2021-22. **DNIT No.:** **83/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22.** Estimated Cost. **Rs.24,24,740.00** Earnest Money :- **Rs.48.495.00** Time for completion :- 120 (One hundred twenty) Days Bid Fee : **Rs.1000.00**

6. Name of work : Mtc. of road ichailacherra to Dastilla road (From Ch.2.40 to 3.493 KM) and Sanicherra to Balicherra road under Kalacherra Block area under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala/ SH: GSB, metalling, grouting, carpeting, stone seal coat, etc during the year 2021-22. **DNIT No.:** **84/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22.** Estimated Cost : **Rs.24,27,158.00** Earnest Money :- **Rs.48.543.00** Time for completion:- 120 (One hundred twenty) Days
Bid Fee : **Rs.1000.00**

7. Name of work : Extension of 1 (one) room of ILR & Solar System at office of the Chief Medical Officer (N), Dharmanagar, North Tripura under Dharmanagar, PWD(R&B) Sub-Division during the year 2021-22/ SH: Building portion with Half brick wall, Galvalume sheet roofing etc. **DNIT No.:** **85/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22.** Estimated Cost : **Rs. 2,71,520.00.** Earnest Money : **Rs.5.430.00** Time for completion:- **60 (Sixty) Days**
Bid Fee :- **Rs.1000.00**

8. Name of work : Mtc. of (i) Kadamtala - Palapara road, (ii) Hapaitilla road (iii) Kadamtala Jalaibari road to Palpara under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala / SH: Patch metalling, grouting, carpeting, stone seal coat, etc during the year 2021-22. **DNIT No.:** **86/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22.** Estimated Cost : **Rs.24,23,363.00** Earnest Money :- **Rs. 48,467.60** Time for completion:- **120 (One hundred twenty) Days**
Bid Fee :- **Rs.1000.00**

9. Name of work : Renovation of 10 (ten) Nos. quarter building at Sanicherra PHC under Kalacherra Block area/ SH: Patch plaster, grading, colour, flooring, plinth protection, mtc. of door windows etc. during the year 2021-22. **DNIT No.:** **42/SE(I)/KGT/2021-22.** Estimated Cost : **Rs.43,34,775.00** Earnest Money :- **Rs.86,696.00** Time for completion:- 120 (One hundred twenty) Days
Bid Fee : **Rs.1000.00**

10. Name of work : Maintenance of residential quarter of District & Session Judge, North Tripura, Dharmanagar/ SH: Plastering, painting, flooring, drain, boundary wall and all allied works for Judge's quarter and Security guard room during the year 2021-22. **DNIT No.:** **43/SE(I)/KGT/2021-22.** Estimated Cost : **Rs.84,62,668.00** Earnest Mon,y :- **Rs.1,69,253.00** Time for completion:- 120 (One hundred twenty) Days Bid Fee :- **Rs.2500.00**
Last date & time for online Bidding : **10-03-2022. upto 3:00 PM.**

Note: The bid forms and other details including **online activities should be done** in the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**

ICA/C-3788-22

Sd/- Illegible
Executive Engineer
PWD (R&B)
Dharmanagar Division
Dharmanagar, (N) Tripura

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **স্টাফ নার্স, পুরুষ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ জিনএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়সঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।
* আর্মিতে **ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে** নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ সাড়ে ১৬ - সাড়ে ১৯ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।
* নীপকো-তে **ট্রেড এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রয়োজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে ‘এপ্রেন্টিস’ ট্যাব-এ। অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠেয়ে নেভে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেসারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটোর পাঠানো হবে। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিসঃ এজিবিপিএস বা আসাম গ্যাস বেইসড পাওয়ার স্টেশনে টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস (ইলেকট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল স্ট্রিম) ২০ জন, এজিবিবিপিএস বা আগরতলা বেইসড পাওয়ার স্টেশন-এ ১৩ জন। এর মধ্যে টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস ফিটার স্ট্রিমে ৪ জন, ইলেকট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল স্ট্রিমে ৮ জন। টিজিবিবিপি বা ত্রিপুরা গ্যাস বেইসড পাওয়ার প্লান্ট-এ টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস (ইলেকট্রিক্যাল/ ফিটার/ বয়েলার স্ট্রিম) ১০ জন। শিক্ষাগত যোগ্যতা – স্নীকৃত বোর্ড বা পর্বদ থেকে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। পরে বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে আইটিআই কোর্স পাশ হতে হবে। এপ্রেন্টিস ট্রেনিং করানো হবে ২ বছরের জন্য। প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে ১৪,৮৭৭ টাকা করে। আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়ের শিলং-এর জন্য এপ্রেন্টিস পদের সংখ্যা, ট্রেড অনুযায়ী বিভাজন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ট্রেনিং সময় ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। প্রয়োজনে কর্মবার্তায় হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করেও জেনে নিতে পারেন।

নীপকো-তে চাকরির লক্ষ্যে এপ্রেন্টিস নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের অধীন, মিনি রত্ন, ক্যাটেগরি – ওয়ান সেট্রাল পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ বিশেষ করে নীপকো অর্থাৎ নর্থ-ইস্ট ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডে ট্রেড এপ্রেন্টিস ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা ইঞ্জি. পাশ, বয়সঃ ১৮ – ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা এজিবিপিএস বা আসাম গ্যাস বেইসড পাওয়ার স্টেশন, এজিবিবিপিএস বা আগরতলা গ্যাস বেইসড পাওয়ার স্টেশন, শিলংস্থিত সদর কার্যালয় এবং নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশস্থিত পাওয়ার স্টেশনের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হাতে —

কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের অধীন, বিভিন্ন পাওয়ার স্টেশনে চাকরির জন্য এধরনের টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস ও ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এধরনের মিনিরত্ন, মহারত্ন প্রতিষ্ঠানে টেকনেশিয়ান ও ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় দশ হাজার জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হলেও এযাত্রায় উত্তর-পূর্বাঞ্চ লায় বিভাগ নীপকো-তে এপ্রেন্টিস নিয়োগ হবে ৫৬ জন। নীপকো-তে টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস ও ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০১-২০২২-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের ঊর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পারবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, ‘এপ্রেন্টিস’ ট্যাব লিখে। এই নিয়োগ মূলতঃ এপ্রেন্টিস অ্যাক্ট ১৯৬১ অনুযায়ী হচ্ছে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি। তবে বলা বাহুল্য, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের পর প্রিন্ট আউটের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসের জেরসহ কপি সেন্সেফ এন্ডেস্টেট করে দরখাস্তের সঙ্গে অ্যাটাক করে নির্দিষ্ট ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে। তাও পৌঁছতে হবে ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। নির্দিষ্ট ই-মেইল ঠিকানাও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক

অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব্যাক্ষে ৫০০ জেনারেলিস্ট অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্ষে জেনারেলিস্ট অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, সিএ পাশ, বয়সঃ ২৫-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, কন্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ মার্চে, কলকাতায়। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চি মবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে জেনারেলিস্ট অফিসার পদে ৫০০ নিয়োগ হচ্ছে ভারত সরকারের অনুমোদিত একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্ষে। দেশে স্নতিত্বিত এধরনের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্ষে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-১২-২০২১-এর হিসেবে ২৫ থেকে ৩৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। (স্কেল-টু পদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ২৫-৩৫ বছর) এসসি/এসটিদের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রান্ত্রন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যীরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে

সুপারভাইজর পদে নিয়োগে বিশেষ সুযোগঃ বর্ধিত শেষ তারিখ ২১ মার্চ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। অনিবার্য কারণে সুপারভাইজর পদে চাকরির ক্ষেত্রে অনলাইনে দরখাস্তের সময়সীমা পুনরায় ২১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো, রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সুপারভাইজর পদে টিপিএসসি-র তরফ থেকে এমর্মে এক সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে তা জানানো হয়েছে। প্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আইসিডিএস সুপারভাইজর পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াড়কি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঙ্ধনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ পুনরায় ২১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। ০০-০০-০০০-০০-০০

এক নজরে

চাকরির খবর

* পদের নামঃ **স্টাফ নার্স, পুরুষ (বহিঃরাজ্য),** শূন্যপদঃ ৫৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ জিনএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়সঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে। ০০-০০-০০০-০০-০০
* পদের নামঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),** শূন্যপদঃ ১৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ, বয়সঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি, কন্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে। ০০-০০-০০০-০০-০০
* পদের নামঃ **সিভিল সার্ভিস (ইউপিএসসি)** শূন্যপদঃ ৮১৬ টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াড়কি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য) বয়সঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ৫ জুন। ০০-০০-০০০-০০-০০
* পদের নামঃ **ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস** (ইউপিএসসি) শূন্যপদঃ ১৫১ টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএসসি/ বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াড়কি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য) বয়সঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ৫ জুন। ০০-০০-০০০-০০-০০
* পদের নামঃ **জেনারেলিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্ষ),** শূন্যপদঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, সিএ পাশ, বয়সঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, কন্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ মার্চে, কলকাতায়। ০০-০০-০০০-০০-০০
* পদের নামঃ **ম্যানেজার (রেল মন্ত্রক),** শূন্যপদঃ ৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়সঃ ২১-৩৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের অনলাইনে পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে। ০০-০০-০০০-০০-০০
* পদের নামঃ **সিভিলিয়ান, কুক, এলডিসি (ডিফেন্স),** শূন্যপদঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে। ০০-০০-০০০-০০-০০
* পদের নামঃ **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),** শূন্যপদঃ ১০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক - ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে। ০০-০০-০০০-০০-০০
* পদের নামঃ **ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (আর্মি),**

শূন্যপদঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ সাড়ে ১৬ - সাড়ে ১৯ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

* পদের নামঃ **ট্রেড এপ্রেন্টিস (নীপকো),** শূন্যপদঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়সঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

* পদের নামঃ **গ্রেড-ফাইভ (অয়েল ইন্ডিয়া),** শূন্যপদঃ ৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি, কন্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে। ০০-০০-০০০-০০-০০

* পদের নামঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এসবিআই),** শূন্যপদঃ ৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি, কন্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২০ মার্চ, কেন্দ্র কল লেটোরে জানানো হবে। ০০-০০-০০০-০০-০০

* পদের নামঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, কুক, ড্রাইভার, এন্টেভ্যান্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),** শূন্যপদঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৮ম শ্রেণি পাশ

পাশ থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে। ০০-০০-০০০-০০-০০
* পদের নামঃ **জুনিয়র অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),** শূন্যপদঃ ৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে। ০০-০০-০০০-০০-০০
* পদের নামঃ **বেসিক টিচার, টিউটর এন্ড সিনিয়র রেসিডেন্ট (ত্রিপুরা),** শূন্যপদঃ ৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.ডি., এম.এস ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ অন্ধূর্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, এপিআই অনুযায়ী বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে। ০০-০০-০০০-০০-০০

* পদের নামঃ **সুপারভাইজর (আইসিডিএস, ত্রিপুরা),** টিপিএসসি'র মাধ্যমে, শূন্যপদঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াড়কি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঙ্ধনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ পুনরায় ২১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। ০০-০০-০০০-০০-০০

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক - ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।
* আর্মিতে **ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে** নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়সঃ সাড়ে ১৬ - সাড়ে ১৯ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

* নীপকো-তে **ট্রেড এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

* অয়েল ইন্ডিয়ায় **গ্রেড-ফাইভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি, কন্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **সিভিল সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৮১৬ টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াড়কি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়সঃ ২১ - ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ৫ জুন।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএসসি/ বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াড়কি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়সঃ ২১ - ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ৫ জুন।

* রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্ষে **জেনারেলিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, সিএ পাশ, বয়সঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, কন্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ মার্চে, কলকাতায়।

* রেল মন্ত্রকে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিগ্রোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে এজিএমসি-তে **বেসিক টিচার, টিউটর এন্ড সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এম.ডি., এম.এস ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ অন্ধূর্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, এপিআই অনুযায়ী বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটোরে জানানো হবে।
* ত্রিপুরা সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে **সুপারভাইজর** পদে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াড়কি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা জানা সহ কিছু বাঙ্ধনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়সঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ পুনরায় ২১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। ০০-০০-০০০-০০-০০

● এরপর দুইয়ের পাতায়

শংকর-র ৫ উইকেট সত্ত্বেও রঞ্জিতে বেকায়দায় ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধিঃ
 আগস্তুকতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ
 হরিরামপুর দৃষ্ট চ্যালেঞ্জের সামনে
 নিজের প্রতিভা ব্যাচোলা শংকর
 পাল। তুলে নিলো ৫টি উইকেট।
 সমুদ্রে হরিরামের বড় রানের ইনিসিং
 গুলি আঁকতে পারলো না। ওপর
 ব্যাট করতে নেনে লড়াই করণ
 করতেছে ত্রিপুরা। তবে এই লড়াই
 কতদূর স্থায়ী হবে সেটাই এখন
 ক্রোড়ী টাকার দ্বারা হরিরামের ৬৬
 রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে
 ত্রিপুরার রান ১ উইকেট পেছিয়ে
 চ্যালেঞ্জ বাকি দুইদিন ত্রিপুরা পিছিয়ে
 ৫০০ রান। অসাধারণ ব্যাটিং না
 করলে ম্যাচ থেকে পয়েন্ট পাওয়া
 একদমের অসম্ভব ব্যাপার।
 আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিন।
 এদিনই স্পষ্ট হয়ে যাবে ম্যাচের
 ভাগ্য। বোলিং বিভাগকে দুর্বল করে
 খেলতে নামার খোসারত দিত
 হয়েছে ত্রিপুরাকে পিছিয়ে এই মাঝে
 বোঝা হয়ে পড়িচ্ছে শ্রীনারায়ণ
 রাহিল শাহ। এই বোলিং নিয়ে

হেলোতে নামলে এমনই অবস্থা হয়ে গেল।
টিম ম্যানেজমেন্ট তাদের মতো
এই বোলিং যুক্তি প্রদর্শন করবে।
নামার কোন যুক্তি ক্রিকেটপ্রেমী
গ্রহণ করবে না। শংকর ছাড়া
উজাড় করে দিলো। মোটা স্বরস্বর
বোলারকে বন্যার কয়েছে ত্রিপুরার
দলনায়ক কেবল পদ্ম। উল্লেখ্যখ্যাত
বিরয় হালো, প্রব্রব মায়া সর্বোচ্চ
বোলিং করিয়েছে রাবিল শাহ-কে-
দিয়ে। ১৪২ ভতার বোলিং করে ১৫৫
রান খরচ করে তুলে নিয়েছে মোজার
১টি উইকেট। এটাই যদি পাশাপাশি
ক্রিকেটটোর পারফরম্যান্স হয় তবে
রঞ্জিত দলকে নিয়ে ক্রিকেটমোদিরা
স্বপ্ন দেখতেও ভুলে বাবে। বলা যায়,
দলকে দখলকেন প্রথম একাংশ
গঠনে ভুলের খেসারত দিতে যাচ্ছে
দলকে। প্রথম দিনের শেষে
হিরয়ানার রান ছিল ৪ উইকেটের
৩৩৭। আগের দিন ১০১ রানে
অপরাজিত ছিল ওয়াই শর্মা। তার

নাথো উইকেটে ছিল কর্পাল হুভা
এনিদুজনেই স্বাভাবিক ভঙ্গীতে
ফোলা শুরু করে। দুই বাটসম্যান
খেলো গলেও অসুবিধা হয়নি
হরিরায়ান টেলভাও
ব্যাটসম্যানরাও ত্রিপুরার সাধারণ
মানের বোলিং-র বিরুদ্ধে লড়াই করে
গেলে। বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয়নি
ফলে ৫৫৬ রানের পাহাড় ত্যাগ করে
হরিরায়ান। শংকর গুপ্তা মণিশংকর
তুলে নেয় ঐ টাই উভেচা জাবো
ব্যাট করতো নামে ত্রিপুরা। দুই বছর
পর রঞ্জি টফটে খেলতে নেমে
শুগর দিকে একটা খেলভা ছিল দুই
গুপ্তানার বিশাল ঘোষ এবং বিক্রম
কুমার দাস-র। যদিও সময় গড়ানোর
সাথে সাথে তারা নিজস্বে সৌন্দর্য
করে নেয়। ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানদের
ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো,
যখনই তারা বড় রানের স্বপ্ন দেখায়
তখনই আউট হয়ে যায়। এনিদু
জনেই এবং বিক্রম শুক্ণা ভোলি
করা। একটা বড় ওপেনিং ভোলি
স্বপ্ন দেখাছিল। এই অবস্থায়

আচমকই ১৬ রানে ফিরে যায়
বিক্রম। দিনের শেষে প্রিয়ার রান
১১ উইকেটে ৫৬। বিশাল ৩৮ রানে
অপরাজিত হয়ে। তার সাথে বাট
করছে শঙ্কর পালা। রঞ্জিত দাস
নিচের দিকে বাট করার সুযোগ পায়
শঙ্কর। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে
তার ব্যাটিং অনেক ভালো। সিকি
নাইটু ট্রফিতে দুই বছর আগে রেঞ্জি
রান করেছিল। এটি জুটি যদি
আগামীকাল প্রথম শেনশানি ব্যাট
দিতে পারে তবে ভালো কিছুই স্বপ্ন
স্বপ্নেতে পারে প্রিয়ার। তবে
বাচাত তে যেরকম পরিচিতি নিয়ে
বাচাত হলে এবার দায়িত্ব ম্যানে
হবে ব্যাটসম্যানদের। বিশেষ করে
স্থানীয়দের। সাকিন থেকে লুইস
কমিকট প্রেমীদের দাবি।
মশিখবর-কে উপরের দিকে বাট
করতে পাঠানো হোক। টিম
ম্যানেজমেন্ট কি করবে সেটা
জানা নেই। তবে প্রিয়ারকে
পরাজয়ের হাত থেকে বাচাতে
পারে স্থানীয়রাই।

অনূর্ধ্ব
১৫-র সূচিতে
পরিবর্তন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি
আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ সদস্য
অনুধর্ষ ১৫-র সূচিতে সামান্য
পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগামী ২১-এ
ফেব্রুয়ারি নিপকা মাঠে মোটাব
বনাম জুটিলের ম্যাচটি হওয়াবার
কথা ছিল। অনিবার্য কারণে এই
ম্যাচটি ২২ ফেব্রুয়ারি নরসিংগঞ্জ
পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত হবে
এছাড়া প্রতিযোগিতার বাকি
ক্রীড়াসূচী অপ্রতিবেশিত থাকবে বলে
জানিয়েছেন টুর্নামেন্ট উপদেষ্টা
কমিটির আহ্বায়ক উত্তম চৌধুরী।

প্রসেনজিৎ-র
দাপটে জয়ী
জুটমিল

প্রতিবারী কলম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
অগবতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।
অবগতি সংঘের উদ্যোগে
আয়োজিত গীতা রানি দাস স্মৃতিভাষ্য
ক্রিকেটের শুভস্বাগত জয় পেয়েছে
জুটমিল জয়। প্রসেনজিৎ দাস-
বিদ্যেশ্বরকর্মীজয়ের সৌজন্যে তারা
২১ রানে হারিয়েছে একমকে
পিসি-কে। প্রথমে ব্যাট করেছে
জুটমিল ১৫১ রানে। প্রসেনজিৎ
২৯ ও ৭৩ রান করে। জবাবে
ব্যাট করতে নেমে একমকে পিসি করে
১০০ রান। আগামী রান অসু-
কনস্ট্রাকশন বাণাঘাণ পঞ্চমু-
পরপরদের মুখোমুখি হবে।

টি-টোয়েন্টি সিরিজও ভারতের দখলে



করাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি। শেষ
ভাগের পর নিয়ন্ত্রণ থাকা ম্যাচ গুলি
শেষে ভাবার পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত গোল
হাসি ভারতেরই। রক্তক্ষাস ম্যাচ
জিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজও জিতে
মেনে রাখিত শমীর ভারতও দ্বিতীয়
টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে
হারান চ'নানে হার্লফ পটেলের শেষ
ওভার দেখে এক সময়ে মনে
বিষাক্ষপ, ২০১৬-র টি-টোয়েন্টি
সিরিজ পার ফাইনালের সেই বার ফিরে
আসবে না তো? সে বার বেন
সোসেকেকে শেষ ওভারে চারটি ছক্কা
দেখে
দেশকে বিখ্যাপ্ত করে
জিতিয়েছিলেন কাল্পেস ব্রাথওয়েট।
গুরুবার সে রকমই মনে ছিল
রমমান পাণ্ডেলেকে। শেষ ওভারে
২৩ বার দরকার ছিল। এমন অবস্থা
ততীয় দিনে যে চতুর্থ বলে ছক্কা মেরে
দেন পাণ্ডেল কিন্তু বুদ্ধিমান হার্লফ

পুষ্প বলে গ্লোয়ার দেন। পাগলেন
এক রানের বেশি নিতে পারেননি।
ওখানেই মাচা জিতে যায়
তারে শুকুবাবুর বকুটা একবারেই
ভাল হয়নি ভারতের। প্রথম থেকেই
বড় বেশি বল নিচ্ছেলেন শীমান
কানিয়া। ক্রিকেটে দ্বিধা স্বছন্দে
লাগালিগলি না তাকে। দ্বিধা ওভারে
শেলডন কটরোলের বিরুদ্ধে একটি
ক্যাপের আবেশন নাকচ করে
কানিয়া দেগে বলেনই ব্যাটের
ভাঙার সঙ্গে বল উঠে যায়
আকাশে। সেই ক্যাচ ধরতে অসুবিধা
হয়নি কানিয়াকে মোসেরি ব্যাট করতে
আসেন বিরাট কোহলি। গুরু
থোকেই যথেষ্ট আক্রমণকারী
মেজাজে দেখা যাচ্ছিল তাকে।
যোগ্য সদন্ত বিস্মনে রোহিত
কিন্তু ভারত অধিনায়কের ফিরতে
হল অনেকটা দীর্ঘশরে মতাই
আউট হয়ে তাঁরও ব্যাটের কানায়

লেগে বল উঠে যায়। ক্যাচ ধরেন রেভেন কিং। বেশিক্ষণ টিকতে পারেন না।
পারেননি সূর্যকুমার যাদবও।
পারেনর মাথায় তাঁকে ধরেন রস্টন-
জেজ কিন্তু উল্টাসিকে দায়িত্ব নিয়ে
নিরবের ইংইঙ্গ গভীর কাভ
করছিলেন কোহল। ওয়েস্ট
ইন্ডিজের বোলারদের উপর চড়া
হচ্ছিলেন তিনি। ব্যাট থেকে বেরল
কিছু দশমী শট। ইন্ডনের সামান্য
দক্ষা মেরে কেড়ে নিলেন কোহল।
ছক্কা মেরে রস্টনের অর্ধশতাব্দে পূর্ণ
করলেন। এর পরই সামান্য
মনোযোগের বিচ্ছিন্নত উকে
থোলেন। রস্টনের বোল যে এতট
তোদের চুক আসবে তা কেলি
বুঝতে পারেননি। ব্যাট-প্যাডের
ফাঁক দিয়ে গলে যাওয়া বল স্টাম্প
ভেঙে দিল ভুলে যে তারপরও
লড়াই রান তুলত, তার পিছনে

আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম পরিদর্শনে তিমির



প্রতিবাদী কনন ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ৪ টিআরবি মাঠে জোরকদমে গড়ে উঠছে কোরের প্রথম আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। তিনিদা আগে স্বাং মুখাশ্বাী এই স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ দেখে এসেছিলেন। দ্রুত কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। টিসি সচিব তিমির চন্দ বর্বা নামার আগেই অন্তত মাঠ এবং পিচ তৈরির উপর জোর দিয়েছেন। এদিন তিনি স্টেডিয়াম পরিদর্শনে যান। বাৎসরক এবং নির্মাণ সম্ভার লোকজনদের সাথে কথা বলেন। ২০১৭ সালে এই স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। কারণে গতি মাঝে কিছুটা মহুর হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে ফের নির্মাণ কাজে গতি এসেছে। ১৮-এ একটি টাকা বায়েটে নির্মিত হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম। সব কিছু এদিন ঘুরে ঘুরে দেখলেন সচিব তিমির চন্দ। দ্রুত এই কাজ শেষ করার অনুরোধ জানিয়েয়েছেন। পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথাও বলেছেন। মাঠ এবং পিচ খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করার উপর জোর দিয়েছেন। যাতে ২০২২-২৩ মসেগুে এই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মাচ করা যান। প্রতিটি নিশিত করতে চায় টিসিএ। প্রায় ৫০০ জন কর্মী নির্মাণ কাজ ব্যস্ত রয়েছে। গালারি নির্মাণের কাজ অনেকটাই শেষের পথে। বাকি আছে শেষ তলির যাত। তার আবেদন, সামনেই বর্বা আসছে। তার আগেই মাঠ কাজ শেষ করা যান দিক নজন দেওয়া হোক। স্টেডিয়ামের বাইরে অনুলীলনের জন্য একটি প্র্যাকটিস

পাঁচ তৈরি করা হবে। তার মতে, এতে করে মূল পিচের উপর চাপটা মানেই। কথা শুনেছে তিনি এদিন বলছেন— যে, চলতি মাসেই স্বপ্ন সিনিয়র ক্রিকেট দলবলদ প্রক্রিয়া শুরু হবে। পাশাপাশি প্রতিটি মহকুমা স্বাস্থ্যকোষে বলা হয়েছে, যাতে তারা তাদের সুবিধা মতো সময় সিনিয়র ক্রিকেট শুরু করে। এক্ষেত্রে টিসিএ-র আলাদা করে নির্দেশিকা প্রয়োজন নেই। স্পষ্টতই সচিব পিচের তিমির দল ফেরে বহাল হবার পর টিসিএ-র কায়েদও একটা গতি পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই গতিরই অভাব ছিল। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন অবশ্যই দরকার। তার সাথে সাথে ক্রিকেটারদের মাঠেও সমান জরুরি নিজে একজন উচ্চমানের ক্রিকেটার নিয়োগ তিনি। তাই ক্রিকেটারদের মাঠে নামার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন। তাই মাঠ বা স্টেডিয়াম পরিদর্শনকালে ঘুরেয়া ক্রিকেট গুরুত্ব গুরুত্ব বাইরে পড়ল। যেরকম অঙ্গাবস্থার মধ্যে দিয়ে চমকে রাজের ক্রিকেট টাটা অবশ্যই অবিলম্বে না হলে আগামী বছর থেকে জাতীয় আসরে দল গঠানো কঠিন হয়ে পড়বে। বিশেষ করে বিজয় মার্চেন্ট, কোচরাবুর টুফি এবং ভিনু মার্কট টুফির ভক্ত ক্রিকেটার খুঁজেই পাওয়া যাবে না। তাই ঘুরেয়া ক্রিকেট গুরুত্ব কঠোরা জরুরি তা বুঝেই প্রতিনিয়ত উপদেশ ক্রমিয়ার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন পাশাপাশি আদর্শ সচিবের মতো স্টেডিয়াম নির্মাণের মতো পরিকাঠামোগত কাজের বিষয়টাও দেখাচ্ছে।

হবে কামালখাটে। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি বিপুল চারায় আসরকে উদ্‌বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রকুমার দেব। বিভিন্ন ক্রীড়া আসরে মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অন্যান্য মন্ত্রি, বিধায়কদের উদ্‌বোধক বা অতিথি হিসাবে দেখা যাবে। কিন্তু ঘটনা হলো, এক্ষেত্রে উদ্‌যোক্তার যে প্রচারণা তৈরি করেছেন তাতে এই ভবিষ্যল প্রতিযোগিতা পেনেলের সাইটে চলে আসেও অনেক পছন্দ। কীটপতীরা গিরও চৌধুরী, বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, বিজেপি-র রাজা ভদ্রাপতি মলিক সাহা-র গতি প্রচারণ দেখে জুলন করছেন। ছব কয়েক বছরে মনমোহন শ্রুতি ভবিষ্যল রাজ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। মূলত এই ধরনের কিছু ভেসবলকার উদ্‌যোক্তার রাজ্যে ভেনবলকর টিকিয়ে রেখেছে। মূল উদ্‌যোক্ত ভবভায দাস শংশনকী উদ্‌যোগ নিয়েছেন। কিন্তু এই বছর প্রচারণ পরিয়ে নমুন।

●এরপর দুইয়ের পাওয়া

সভাপতি যখন ব্যস্ত টেনিস ক্রিকেটে ২০১৯ সিজনের প্রাইজমানি ও ট্রফি পায়নি টিসিএ-র ক্লাবগুলি

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিদিনের
আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১
এসিস ক্রিকেট ফন্থন প্রথম
পুরস্কার কয়েক লক্ষ টাকা দামের
গাড়ি তখন ২০১৯ ক্রিকেট
সিজনের পুরস্কার এখন পক্ষি
দেয়নি টিসিএ। প্রাসঙ্গিক কম্বির
আমলে ২০১৯ সিজনে টিসিএ-তে
শেখবারের মতো আগরতলা ক্লাব
ক্রিকেট হয়েছিল। টিসিএ-র
বর্তমান কাগজি ক্ষমতায় আসার পর
ওই ২০১৯ সিজনের ঘরোয়া ক্লাব
ক্রিকেটের কিছু ম্যাচ করে। তবে
২০১৯ সিজনের ঘরোয়া ক্লাব
ক্রিকেটের যারা চ্যাম্পিয়ন বা বার্নার্স
হয়েছে তাদের নাকি আজ পর্যন্ত সময়ে
প্রাইমমনি ও প্রাইজ দেওয়া হয়নি।
কিন্তু দিখা যাচ্ছে, দেওয়ারই সময়ে
বরষা সন্ধিবা ও মহিলাদের
টি-২০ ক্রিকেট হয় সেখানে মাঠেই
প্রাইজ দেওয়া হয়। কিন্তু ২০১৯
ক্রিকেট সিজনে যে সমস্ত ক্লাব ট্রফি
জিতেছিল তাদের কোন প্রাইজ

দেওয়া হয়নি। খবরে প্রকাশ,
টিসিএর বর্তমান কমিটি ক্ষমতায়
আসার পর ২০২০ সালের
জানুয়ারি মাসে ২০১৮ সিজনের
পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানে
হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
২০১৯ স্ট্রিক্টেটি সিজনের ক্লাব
ক্রিকেটের পুরস্কার আজ দুই বছর

রাজ্যভিত্তিক আসরের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,
বছর আগে রাজ্যভিত্তিক ব্যাডমিন্টন
আসরের প্রথম একক করে পঞ্চম
আগামীকাল থেকে তিনিবাবী সু
বিকাশ চারায়ী আসরের উদ্দেশ্যে ক
ব্যাডমিন্টন আসোসিয়েশনের সভ
খারকেন রাজ্য সংস্থার উপদেষ্টা ত
সচিব অমিত রক্ষিত। প্রেস সম
থকার আমন্ত্রণ জানিয়েছে ত্রিপুর

হয়ে গেলেও নাকি দেওয়া হয়নি
কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মানিক সাহা
বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি হয়েও
টিসিএ-র সভাপতি হিসাবে বিভিন্ন
টেনিস ক্রিকেটে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্য
লক্ষ টাকার প্রাইজমানি বা পুরস্কার
তুলে দিলেও টিসিএ-র ২০১৯
ক্রিকেট সিজনের ঘরোয়া ক্লাব

ক্রিকেটের কোন পুরস্কার বা
প্রাইজমানি নাকি সেয়ানি।
সম্প্রদায়ের ক্লাবগুলির বন্ডবা, ট্রাফিক
ব্যবহারে পুর ব্যবহার করে মানিক
সাহা বিভিন্ন টেনিস ক্রিকেটে যখন
পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন তখন ক্রিকেট
তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে, ২০১৯
ক্রিকেট সিজনের ক্লাব ক্রিকেটের
পুরস্কার এখনও সেয়ানি টিসিএ
জানা গেছে, ২০১৯ ক্রিকেট যারা
ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটে দিয়ে
চ্যাম্পিয়ন-রানার্স হয়েছিল তারা
নাকি টিসিএ-কে চিঠি দিয়ে
রোষেছে তাদের প্রাপ্য প্রাইজমানি
ট্রফি তুলে দিলে? অভিযোগ, মানিক
সাহা নাকি টেনিস ক্রিকেটে অতিথি হয়ে
সেজে দামি গাড়ির চাবি তুলে
দিলে? ২০১৯ সিজনের ট্রফি তুলে
দিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন না। ক্লাবগুলির
আরও অভিযোগ, ২০১৯ সিজনের
পর অন্য যে বাসভবন ক্রিকেটে
হয়েছে তার প্রতীকি কিছু মাঠে।

বাড়তি আভ্যন্তরীণও প্ৰেত পাণ্ডৱক
রামকৃষ্ণ ক্লাব। এগিয়ে চম লাংঘোৰ
বিরুদ্ধে মাচুচী ২৫ মিনিট বাৰি
রয়েছে। রামকৃষ্ণ ক্লাব পছিয়ে আয়ে
১ গোলে। এই অস্থিএল খেলা দুৰ
ফুটবল খেলে জয় তুলে নিচে পাৰে
তবে পুরো অঙ্কটই বদলে যাবে
এওঁৰ মাথায় রাখতে হবে রামকৃষ্ণ
ক্লাবৰ আইএএল খেলা দুৰ
ফুটবলৰ টুলুঙ্গা এণ্ড ফেল
নিজদেৰে দখল কৰিবে পোলেৰে।
লায়, এদিন লালাবাহাদুৰকে শব
কৰে দিলো এওঁ দুই ফুটবল। তে
বৰ্তমানে পুলিছ দলের মেতেই থা
আন:প্ৰডিষ্টেৰে অৰ্থাৎ উঠে
রামকৃষ্ণ ক্লাব। তারা কখন
কিবা কখন পোলেৰে না সোটা ক
জানা নেই। প্ৰাথমিক পৰ্বে ফেরায়
ক্লাবৰ বিরুদ্ধে প্ৰত্যাহাৰ
পৰাজয়ৰ পৰা জয়লাভ
আমেসিয়েশ্যেনৰ বিরুদ্ধে একাবি

●ৱৰণ পৰ দুইহে পাৰ

আগতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ৯ সুদীর্ঘ
আট বছর ধরে যুক্তকাল্য ও ক্রীড়া
দফতরে জুনিয়র পিআই বা পিআই
পদে কর্মে নিয়োগ বা চাকুরি নেই।
এই আট বছরে একটা মৃদু অপেরা
জুনিয়র পিআই চাকুরি থেকে
অপসরে গেছেন। যদিও ক্রীড়া
দফতর জুনিয়র পিআই-রে বয়স
৬০ হয়ে গেলেই তাদের অপসরে
পাঠিয়ে দেন। তাদের (জুনিয়র
পিআই) আর চাকুরিতে পুনর্নিয়োগ
করা হয় না। কিন্তু দেখা গেছে, বাম
আর্মলেব মতো বাম আর্মলেও
আমলা, অফিসারদের অবসরে
যাওয়ার পর ক্রীড়া দফতরে আর
পুনর্নিয়োগ করা হচ্ছে। এক
অফিসার কাম কোচ তাকে অবসরে
পার বা বছরের পর বছর চাকুরি করে
গেছেন ক্রীড়া দফতরে। জানা গেছে,
ক্রীড়া দফতরের বর্তমান সচিবও
নাকি অবসরে গিয়েও আবার
পুনর্নিয়োগ পেয়েছেন। এবার
এইভাবে অবসরে গিয়ে

অর্থাৎ ক্রীড়া দফতরে জুনিয়র পিআই-দের নিয়োগ যখন আই বরদাধরে বন্ধ তখনই আমলা, অফিসারদের একে একে অবসরে গিয়েও চাকুরি করে যাচ্ছেন। অবশ্য ক্রীড়া দফতরে শুধু যে আমলাদের পুনর্নিয়োগ চাচ্ছে তা নয়, দেখা যাচ্ছে কিছুদিন পর পর অফিসারদের প্রমোশন হচ্ছে। সেই জগায় যৎসুদে শিক্ষক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক জুনিয়র পিআই একই চাকুরি করে অবসরে যাচ্ছেন। কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে, গত আট বছরে জুনিয়রদের একজনও জুনিয়র পিআই নিয়োগ হকনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়াপ্রেমিক রাজা বিজেগণ-র সভাপতি, খেলাধুলার অন্তর্গত-র সভাপতি অর্থাৎ হিসাবেও পছন্দ থাকেন। তিনি আর টিসি-এ-র সভাপতি। ক্রীড়ামন্ত্রীও দীর্ঘদিন বিত্তমন্ত্রী ছিলেন। হযতে এখনও কাগজপত্র আছে। কিন্তু তাসপারও ক্রীড়া

নিগোয়ে নেই। যে দল বছরে ৫০ হাজার সরকারি চাকুরি দেবে বলে প্রচারণা এসেছিল সেই দলের সরকারের প্রায় চার বছর যখন হয়েছে চলো। তখন ক্রীড়া দফতরে বেকার খেলোয়াড়দের জন্য কেনা চাকুরির খবর নেই। চার বছরে জুনিয়র পিআই পাদে একজনও চাকুরি পায়নি। যদিও দেখা যাচ্ছে আমলা-অফিসারদের অবসরের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বিন্যাস হচ্ছে। রাজস্বের বেকার খেলোয়াড়দের প্রশ্ন, তারা বিএ এর জন্যই বাম সরকারের পর্বতনে অশ্রু নিয়েছিলেন। রাম সরকার প্রতীতি করে তাদের বি লড়াই হলো? জানা গেছে, ঘটনা করে শাসন দলের একটা স্পোর্টস সেক গঠন করে হয়েছে। কিন্তু স্পোর্টস সেক নাহায়ে শীত শুধু কেননা চার বছরের একটা সরকারের যখন একজনও বেকার খেলোয়াড়কে ক্রীড়া দফতরে

●এদর দইয়ের পায়া



কাবেরী হাসপাতাল চেন্নাই

২৫ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২, শুক্রবার

কাবেরী ইনফরমেশন সেন্টার

দীপ্তি মেডিকেল হলের ১ম তল, লেক টোমুহনী বাজার, আগরতলা, ত্রিপুরা।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য কল করুন : ৬৯০৯৯৮৯২৯০

সরকারি নির্দেশিকা কলাপাতা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা থামছে না। আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১০জন। তবে টানা কয়েকদিন ধরে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে নতুন মৃত্যুর খবর নেই। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ০৮৯ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭জন অ্যাপিডেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। বাকি ৩জন আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পজিটিভ শনাক্ত হন। এদিন করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ১৯জন। সুস্থতার হার রাজ্যে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.৯৮ শতাংশে। এদিন পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন ১১১জন। অন্যদিকে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা কিছুতেই দ্রুত নামছে না। ২৪ঘণ্টায় আরও ৪৯২জন করোনায় আক্রান্ত মারা গেছেন। এই সময়ে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ২৫ হাজার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

টিএসআর ছেলের বিরুদ্ধে আদালতে বাবা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। বৃদ্ধ বাবাকে বেধড়ক পেটালেও অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ানের বিরুদ্ধে এফআইআর পর্যন্ত নেয়নি পুলিশ। গুরুতর জখম অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৃদ্ধ বাবা। একবারের জন্য রক্তাক্ত বাবাকে দেখতেও যায়নি ছেলে। এই ঘটনায় টিএসআর-এ কর্মরত

ছেলের বিরুদ্ধে এবার আদালতে মামলা হতে যাচ্ছে। জখম বৃদ্ধের পক্ষে মামলা করতে এগিয়ে এসেছেন এক আইনজীবীও। অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ানের নাম শান্তি ভান্ডারি। তিনি টিএসআর'র ১২নং ব্যাটেলিয়নে কর্মরত। জানা গেছে, আমতলি থানার সূর্যমণিগিরের নারায়ণখামার এলাকায় তাদের বাড়ি। বৃদ্ধ বাবা

এবং কাকাকে বাড়িতে এসে রাতের অন্ধকারে বেধড়ক পেটায় শান্তি। দু'জনেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। মৃত ভেবে তাদের ফেলে পালিয়ে যায় শান্তি। পরে পরিবারের লোকজন ঘরে গিয়ে বৃদ্ধ ঠাকুরধন ভান্ডারি এবং তার ভাইকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি করায়। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন ঠাকুরধনের পাজর

ভেঙেছে। পায়ের ভেতরের অনেক রক্ত বারেছে। অপারেশন দরকার। চিকিৎসার জন্য ঢাকাও প্রয়োজন। অথচ একবারের জন্যও বাবাকে দেখতে আসেননি ১২ ব্যাটেলিয়নের জওয়ান শান্তি ভান্ডারি। তার কারণে আমতলি থানা এখনও পর্যন্ত ঘটনায় এফআইআর পর্যন্ত নেয়নি বলে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

শহরে মেধাবি ছাত্র খুন?

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। শহরে টিআইটি-তে পড়ুয়া এক ছাত্রকে খুনের অভিযোগ উঠলো। মেঝেতে পা লাগা অবস্থায় এই ছাত্রের বুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতদেহের হাটু দুটি পর্যন্ত বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। তার পরিজনরা এসে এটা খুন বলে দাবি করেন। নিহত ছাত্রের নাম রাজীব জমাতিয়া। তার বাড়ি উদয়পুরের মহারানি এলাকায়। টিআইটি কলেজের এই ছাত্র কুমলনগর সুপারিবাগান এলাকায় ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় সহপাঠীরা তার সঙ্গে দেখা করতে ভাড়াটিয়া ঘরে যায়। তারাই রাজীবকে বুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পশ্চিম থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে সন্ধ্যার পর ছুটে আসেন রাজীবের বাড়ির লোকজন। মৃতদেহের অবস্থা দেখে তারা এটা খুন বলে দাবি করেছে। খুনের পেছনে নেশাচক্র জড়িত থাকতে পারে বলেও দাবি উঠেছে। এই ঘটনায় পশ্চিম থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে জিবিপি হাসপাতালে। জিবিপি হাসপাতালে পুলিশের পরিষ্কার বক্তব্য,

● এরপর দুইয়ের পাতায়

রাষ্ট্রবাদী নেতার তাণ্ডব

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। বিনা কারণে তিন নাবালককে মারধর করলো স্বঘোষিত নেতারা। থানা পুলিশকে খবর না দিয়ে নিজেরাই পিটিয়ে বিচার করে নিলেন। আইন নিজের হাতে তুলেও এখনও চিন্তা করছেন না এই স্বঘোষিত নেতারা। ঘটনাটি হয়েছে শহরের প্রতাপগড় সেতু সলগ্ন এলাকায়। এই জায়গায় তিন সংখ্যালঘু অংশের নাবালককে বেধড়ক পেটানো হয়। তাদের পকেট থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সঙ্গে থাকা নানা কাগজ ছিড়ে

ফেলা হয়। এই দৃশ্য অনেকেই অবশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে মজা নিয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এলাকাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তিনজন নাবালককে বিনা কারণেই পেটানো হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রতাপগড় এলাকায় স্বঘোষিত তিন রাষ্ট্রবাদী নেতা নিজেরা আইন হাতে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। তারা নিজেরাই তিন নাবালককে মারধর করলো। যদিও এই তিনজনের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

শহরে আঙুনে পুড়লো তিন ঘর

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। আঙুনে পুড়লো তিনটি ঘর। এই ঘটনা ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শহরের উজান অভয়নগর এলাকায়। এই এলাকার অভিজিৎ দাসের বাড়িতে শুক্রবার দুপুরে আঙুন লাগে। জানা গেছে, ভাড়াটিয়ার ঘর থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। অভিজিৎ দাসের তিনটি ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। ঘরটিতে দু'জন জনজাতি অংশের ছাত্রী থাকতো। দুপুর ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের খবর পান অভিজিৎ দাস। তিনি এসে দেখতে পান তার তিনটি ঘরের প্রায় সবকিছু পুড়ে গেছে। ঘটনাস্থলে দমকল কর্মীরা গিয়ে আঙুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে এই অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। ঘরের মধ্যে একটি গ্যাস সিলিন্ডারও ছিল। আমরা দ্রুত সিলিন্ডারটি বের করি। যে কারণে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হতে পারেনি। এদিকে উজান অভয়নগরে এই অগ্নিকাণ্ড ঘিরে এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় দৌড়ঝাঁপ।

ভগবান রামকৃষ্ণ শরণম

প্রথম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রঃ ড. মনীন্দ্র চন্দ্র বড়াল

1st U.P.S.C Selected lecturer TEC (NIT) 1/1967
1st Applied Math D. in Tripura 1969
1st Accademic Secy of Joint Entr. Board

**তোমার স্নেহ ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। শ্রদ্ধা
ভক্তি ভালোবাসায় অন্তরে থাকবে চিরদিন। তোমার
আশীর্বাদ যেন থাকে মোদের জীবনে প্রতি পদক্ষেপে।**

**মণিরাজ, রঘুরাজ
(পুত্র) লাল্লা, নব
(নাতি) স্ত্রী ও কন্যা।**

বাধ্যতামূলক মাস্ক পরা নিয়ে পুলিশকে চিঠি

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। জনবহুল স্থানে মুখে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক নয়। গত বছরের মে মাস থেকেই কেন্দ্র সরকার এই নিয়ম তুলে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও রাজ্য সরকার মাস্ক বিরোধী অভিযানের নামে সাধারণ নাগরিকের উপর জুলুমবাজি করে চলছেন। কথায় কথায় মাস্কের নামে জরিমানা করে চলছে মহকুমা প্রশাসন, পুলিশ থেকে শুরু করে সাধারণ ট্রাফিক পুলিশও। বৃহৎপতিবার চিকিৎসক ধৃতমানি পাল এক চিঠিতে রাজ্য পুলিশকে করোনায় অতিমারির

বিধি-নিষেধ হিসেবে যে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক নয়, বিষয়টি আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। ২০২১ সালের ২৭ মে ভারত সরকারের এক সোহা মূলে প্রকাশ্য জনবহুল স্থানে মাস্ক ব্যবহার তুলে দেওয়া হয়েছিল। করোনায় অতিমারির জেরে ২০২০ সাল থেকেই শুধু ভারত নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই প্রকাশ্য স্থানে মুখে মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বিষয়ে কিছুটা ছাড় দিয়েছে। এরপরই কেন্দ্র সরকার প্রকাশ্য জনবহুল স্থানে মাস্ক পরার

নিয়ম তুলে দেন। কিন্তু রাজ্যে এখনও প্রকাশ্য স্থানে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করে রেখেছে রাজ্য সরকার। যদিও রাজ্য সরকার করোনায় বিধি-নিষেধ নিয়ে কথায় কথায় কেন্দ্র সরকারের দেহাই দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এরকম নিয়মও চালু করে রেখেছে রাজ্য সরকার। সরকারের পক্ষে বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের নিয়ম নিয়ে কোনও আপত্তি তুললেই কেন্দ্রীয় সরকারের জুজু দেখিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু লক্ষ্যণীয়ভাবে মাস্ক পরার নিয়ম কেন্দ্র সরকার তুলে দিলেও রাজ্য সরকার গত প্রায় ৮ মাস যাবত

মাস্ক না পরার অপরাধে সাধারণ মানুষ থেকে জরিমানা আদায় করে চলেছে। প্রায় প্রতিদিনই এই মাস্ক বিরোধী অভিযানে গিয়ে সরকারি অধিকারিকদের জনবিস্ফোভের মধ্যেও পড়তে দেখা গেছে। কিন্তু বন্ধ হয়নি মাস্ক বিরোধী অভিযান। একটি সামাজিক সংস্থার পক্ষে চিকিৎসক ধৃতমানি পাল রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে এক চিঠিতে কেন্দ্র সরকারের সেহাটি তুলে ধরে মাস্ক পরা যে বাধ্যতামূলক নয় তা আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং এই বিষয়ে পুলিশকে কোনও ব্যবস্থা না

● এরপর দুইয়ের পাতায়

যান সন্ত্রাসের বলি শ্রমিক

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। যান সন্ত্রাসের বলি হলেন নিরীহ শ্রমিক। শুক্রবার পেঁচারখল থানাধীন লক্ষ্মণছড়া এলাকার জাতীয় সড়কে নিহতের নাম নিবাস দেবনাথ। তার বাড়ি কুমারঘাট থানাধীন পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি এলাকায়। এদিন সকালে তিনি কারিগরী উপদেশে ৬টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। নিবাস দেবনাথের পানিসাগর যাওয়ার কথা ছিল। পেঁচারখল থানাধীন লক্ষ্মণছড়া এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ঘটনার পর গাড়িটি সেখানে থেকে পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা নিবাস দেবনাথকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ এবং অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীদের খবর দেন। তারা ঘটনাস্থলে এসে আহত শ্রমিককে উদ্ধার করে পেঁচারখল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে তার পরিজনরা হাসপাতালে ছুটে আসেন। তারা মৃত্যুর ঘটনা জানতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। পুলিশ এখনও পর্যন্ত ওই গাড়িটিকে সনাক্ত করতে পারেনি। নিবাস দেবনাথের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা গেছে, ওই শ্রমিক গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েছিলেন। ধাক্কা করা হচ্ছে, ওই গাড়িতে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই ছিল। সেই কারণেই নিবাস দেবনাথ গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন। জানা গেছে, নিবাস দেবনাথের বাড়িতে স্ত্রী এবং এক কন্যাসন্তান আছে।

Flat on Sale

Ready to Move & Under Construction Flat Sale at Ramnagar Road No.8 & Joynagar -6. with all Common Amerities. Cont : 9612906229

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ৯ ৪৯,৯৫০
ভরি ৯ ৫৮,২৭৫

AFFIDAVIT

MD. SOHARAB Khadim আর SoHaRab Khadim দুইটা একই ব্যক্তি। আমার বাড়ী- হীরাপুর, থানা-রাধাকিশোরপুর, জেলা-গোমতী ত্রিপুরা, পিন-799116 MD. SOHARAB KHADIM and SOHARAB KHADIM are the same person. My house is in Hirapur, P.S-Radhakishorepur, District- Gomati, Tripura. Pin-799116.

Mortgage

Ramnagar Road No-2 SBI -এর নিকটে 2BHK দুটি ফ্ল্যাট মার্গেজ দিয়ে টাকা লাগে। প্রকৃত ক্রেতাই যোগাযোগ করুন। Contact No - 9362255950

AFFIDAVIT

আমি Smt. Sharmila Sarkar, পিতা Lt Abhinash Sarkar নিবাস Indranagar, Agartala, West Tripura নিবাসী। আমি আজ থেকে আগরতলা Notary Public এর নিকট হইতে একখানা হলফনামা যাহার Sl. No. 27/Feb/14/2022, dated 14/02/2022 মূলে Smt. Sharmila Chakraborty থেকে Smt. Sharmila Sarkar নামে পরিচিত হইব এবং সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য আমি ইহা পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করিলম। স্বাঃ শ্রীমতী শর্মিলা সরকার

নিজেই নিজের Boss হয়ে চলুন -

আজই Join করুন ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বীমা সংস্থা তথা Life Insurance Corporation of India তে একজন হিসাবে এবং তাতে সুবিধা হিসেবে পাবেন মাসিক স্টাইপেন্ড ৫০০০ থেকে ৬০০০ হাজার টাকা, আকর্ষণীয় কমিশন আয়, মাসিক ইন্সোলিড, পেনশন, গ্রাউইং, সৌভাগ্য সাফল্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ইত্যাদি আরও অতিরিক্ত সুবিধা। যোগাযোগ করুন:-7005400300

LIC

স্বাধীনতা সন্থন ঐক্য সন্থন

অল ইন্ডিয়া ওপন চ্যালেঞ্জ

Free সেবা 3 মাসের 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রশ্নে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গল্পধন, কর্মের বাধা, গুণবিদ্যা, কলাজাদু, মূর্তকরনী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

ঘরে বাসে A to Z সমস্যার সমাধান

যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান

স্পেশালিস্টঃ বশীকরণ, মূর্তকরনী এবং কলাজাদু

রাবা আমিল সুফি

Contact 9667700474

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার

Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182

ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা এবং ইউরিক অ্যাসিডকে নরমাল রাখার জন্য

Uriral Capsule

MRP : 249/-

খুচরা ও পাইকারি পাওয়া যায়

ব্র্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসহন্য সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, গেম, বিবাহ, কালো জাদু, সন্তান এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুমন, সন্তানের চিন্তা, স্বপ্ন মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুলনায় সমাধান পাবেন আমাদের কাছে স্বাধীন।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাজে কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসহন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অন্তঃ-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

মোবাইল ৯ 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

মেডিকা সেন্টার আগরতলা

মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ পরামর্শের জন্য উপস্থিত থাকবেন

নিউরো ওপিডি

ডাঃ সুনন্দন বসু
কনসাল্টেন্ট - নিউরো অ্যান্ড স্পাইন সার্জারি
MBBS, FRCS, EANS, European Certificate of Neurosurgery

রেসপিরেটরি ওপিডি

ডাঃ নন্দিনী বিশ্বাস
কনসাল্টেন্ট - রেসপিরেটরি মেডিসিন
MRCP (UK & London) CCT (UK) FRCP (Edin)

তারিখ : 24/02/2022

7005128797 / 03812310066

টেরেসা হেল্থ কেয়ার

বিবেকানন্দ সেন্ট্রাল হোমের পশ্চিম দিকে, নর্থ গেটের সামনে, আগরতলা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০১

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

৯ 9436940366

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার